জনরব

(নাটক)

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মি ত্রা ল য়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ প্রথম সংস্করণ—আগষ্ট ১৯৫৭ ॥

॥ দুই টাকা ॥

নবনাট্যম সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

রঙমহল, ২০শে সেপ্টেম্বর '৫৪

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-১২, হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীমুরারি মোহন কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গত পিতৃদেব

নাট্যকার ৺ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশে

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে আহূত হযে 'নবনাট্যম' সম্প্রদায় দেবব্রত সুরচৌধুরীর পরিচালনায় 'জনরব' নাটক মঞ্চস্থ করেন :—

নিউ এম্পায়ারে থিয়েটার সেণ্টার : কলিকাতার, উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম নাট্যোৎসবের উদ্বোধন দিবস, ১৩ই মার্চ'৫৫। আশুতোষ কলেজে The Govt. Employees Cultural Festivals ১৯শে জুন '৫৫। রঙমহলে নবগ্রাম বালিকা বিদ্যালযের সাহায্যকল্পে ৮ই জানুয়ারী '৫৬। নিউ এম্পায়ারে 'ইণ্ডিয়া ব্রাদারহুড সোসাইটি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর বন্যার্ত তহবিলের সাহায্য কল্পে ১৮ই নভেম্বর '৫৬। বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে, ৩রা এপ্রিল '৫৭।

'জনরব' নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় 'নবনাট্যম' সম্প্রদাযের নিম্নলিখিত শিল্পীরা অবতীর্ণ হযেছেন :—

বিমলাপ্রসাদ—অজিত রায়॥ কমলাপ্রসাদ—সতীপ্রসাদ বসু॥ মাধব—পীযূষ গুপ্ত, অজিত দত্ত, চন্দন রায়॥ শৈলেন বাবু—রমাপতি বর্মণ, স্মরজিৎ চট্টোপাধ্যায॥ অরূপ—দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত॥ নিশীথ—দিলীপ ঘোষ॥ ডাক্তার—মাধব শীল, অরুণ বসু, নির্মল ভট্টাচার্য॥ বাঘা—সুনীল সাহা॥ ছকু—রমানাথ সেনগুপ্ত, হারু দত্ত॥ রমেশ—গোপাল সাহা॥ হোঁৎলা—অধীর সাধু॥ সতীশ—বিভূতি মিত্র॥ মহীতোষ বাবু—মনোমোহন ঘোষ, অনিল ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ নন্দী, দেবব্রত সুরচৌধুরী, মাখন মিশ্র, স্মরজিৎ চট্টোপাধ্যায়॥ কৃষ্ণা—রাণু রায়, বন্দনা দাস, সাধনা রায়চৌধুরী, ছায়া রায়চৌধুরী॥ রেবা—কল্যাণী রায়॥

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্পেনের লোকান্তরিত নাট্যকার Jose Echegaray কে। 'জনরবে' তাঁরই El Gan Galeoto নাটকের ছায়াপাত হয়েছে। 'জনরবে'র মঞ্চ-সাফল্যের মূলে রয়েছেন আমার সহপাঠী বাল্যবন্ধু সমধর্মী নাট্যকার ও সুযোগ্য পরিচালক দেবব্রত সুরচৌধুরী। নাট্যরসকে মূর্ত করে তুলতে নাটকের নানাস্থানে প্রকৃত শিল্পীজনোচিত নিপুণ সম্পাদনা প্রয়োগ করে 'জনরবকে' তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। প্রাণ-ঢালা অভিনয়ের মাধ্যমে এবং নেপথ্যে সহযোগিতায় নবনাট্যমের শিল্পী এবং সহযোগী বন্ধুরা 'জনরব'কে দর্শক সাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন—এঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

'জনরব'কে পাণ্ডুলিপি থেকে পুস্তকাকারে রূপান্তরিত করায় প্রবুদ্ধ করেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধুবর রূপদর্শী গৌরকিশোর ঘোষ, ডাঃ শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রণবকুমার এবং প্রীতিভাজন শিশির কুমার দে। নাটকটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ ও পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন মিত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী ও স্বনামধন্য সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—আমাদের বন্ধুবৎসল গৌরীদা। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাচ্ছি।

পরিচয়

বিমলাপ্রসাদ বসু—রঞ্জন বিজ্ঞানী, আত্মভোলা ভদ্রলোক

কমলাপ্রসাদ বসু—বিমলাপ্রসাদের কনিষ্ঠ সহোদর

মাধব —ঐ ভাগিনেয়

শৈলেন বাবু —কমলাপ্রসাদের ভায়রাভাই

অরূপ —বিমলাপ্রসাদের আশ্রিত তরুণ চিত্রশিল্পী

নিশীথ —অরূপের ছাত্র

সতীশ —বিমলাপ্রসাদের বাড়ীর চাকর

মহীতোষ বাবু —প্রতিবেশী প্রৌঢ় ভদ্রলোক

বাঘা
ছকু
রমেশ
হোঁৎলা —বারোয়ারী পূজার উদ্যোক্তা প্রতিবেশী তরুণ দল

ডাক্তার —বিমলাপ্রসাদের গৃহ-চিকিৎসক

রেবা —বিমলাপ্রসাদের তরুণী স্ত্রী

কৃষ্ণা —কমলাপ্রসাদের স্ত্রী, বয়সে রেবা অপেক্ষা বড়

প্রথম দৃশ্য

[বিমলাপ্রসাদ বসুব বাড়ীর বাইবেব ঘব। আসবাব-পত্রেব বিশেষ বাহুল্য নেই। একটি সেক্রেটারীয়েট টেবিলকে ঘিবে কয়েকখানি চেয়াব। আলমাবীতে আইনেব বইপত্র দেখে বোঝা যায় গৃহস্বামীব ছোটভাই উকিল কমলাপ্রসাদ ঘবটিতে বসেন।

এ বাড়ীতে ঢুকতে বা বাড়ী থেকে বেরুতে হলে এ ঘবখানির মধ্যে দিয়েই যাতায়াত কবতে হয।
সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নেই। বাড়ীব পুবানো চাকর সতীশ চেয়াব টেবিল ঝাড়ামোছা কবতে কবতে নিজেব খেয়ালে বকে চলেছে]

সতীশ—পাড়ার পাঁচজনের আর অপরাধ কি? বলি বেচাল দেখলে কে না বলে! এই দ্যাখনা—আধঘণ্টা ধরে সাবান মেখে গা ধোয়া হ'লো—এইবার সাজগোজের ধুম। তারপরে দুজনে মিলে বেরুবেন ফুরফুর করে গায়ে হাওয়া লাগাতে—আর ইদিকে বড় বাবু ফিরলেন বলে—

(ভিতর বাড়ী থেকে ডাক শুনে সতীশ থামে)

অরূপ—(নেপথ্যে) সতীশ—সতীশ—

সতীশ—আঃ—ঐ আবার ডাকাডাকি সুরু হলো—ভালো লাগেনা বাপু, হ্যাঁঃ!

[ভিতর বাড়ী থেকে কৃষ্ণা ও শৈলেন বাবুর প্রবেশ। সুশ্রী মেয়ে কৃষ্ণা, বয়েস আন্দাজ ৩২, ধরণধারণ চালচলন গিন্নীবান্নীর মত আর শৈলেন বাবুর বয়স আন্দাজ ৪৪, বেশ ফিটফাট বাবুটি]

কৃষ্ণা—যাও—বাবুর সিগ্রেট না কি ফুরিয়েছে, তাই ডাকাডাকি।

সতীশ—এজ্ঞে যাচ্ছি— (প্রস্থান)

শৈলেন—ছোকরার সিগ্রেটগুলো বসে বসে আমিই ধ্বংসালাম; এবার চলি খুকুরাণী। ভায়রাভাইটির এখনো পাত্তা নেই—তোমার ভাশুরের সঙ্গেও দেখা হ'লো না—বড় খুশী হতেন ভদ্রলোক! তুমি কিন্তু স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে চলে আসতে পারতে—গাড়ী নিয়ে এলাম কতো আশা করে।

কৃষ্ণা—বিশ্বাস করুন—কোর্ট থেকে ফিরবেন—এ সময়ে আমি না থাকলে ওঁর বড় কষ্ট হবে। তা ছাড়া অমন মেজাজী মানুষকে তো আর চাকরের ভরসায় ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না।

শৈলেন—কেন, তোমার বড় জা তো রইলেন—বাইরের লোককে এতো খাতির যত্ন করতে পারেন, নিজের দেওরকে তা পারেন না?

কৃষ্ণা—রেবা যে থাকচেনা। ওরা তো চললো সিনেমায়—

শৈলেন—সিনেমায়! কেন তোমার ভাশুর অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন না?

কৃষ্ণা—তাঁর তো ফেরবার সময় হয়ে এলো!

শৈলেন—তবে ?

কৃষ্ণা—আমায় সেইজন্যেই আরো থেকে যেতে হচ্ছে। হাজার হোক রেবার চেয়ে বয়েসে আমি বড় —সবদিক মানিয়ে চলতে হয়।

শৈলেন—সত্যি তোমার ভাশুরের কথা ভেবে দুখ্যু হয়—অমন বিদ্বান বিচক্ষণ মানুষ—এই বয়েসে একি বুদ্ধিভ্রংশ ঘটলো ভদ্রলোকের—শেষে খাল কেটে কুমীর নিয়ে এলেন! কি আফসোস!

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ—ছোট মা, এগার আনা পয়সা দিন—

কৃষ্ণা—পয়সা—কেন ?

সতীশ—এজ্ঞে অরুবাবুর সিগ্রেট আনবো।

কৃষ্ণা—তা আমার কাছে পয়সা চাইতে কে বললে ?

সতীশ—বড় মা। বললেন হাত বাকসোর চাবিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—ছোট মায়ের কাছ থেকে নাও—

কৃষ্ণা—হ্যাঁ! ছোটমা ক্যাশবাক্স সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। আচ্ছা মেয়ে যা হোক! কোনো জিনিষের ঠিক-ঠিকানা নেই, চাবি হারানো দিনের মধ্যে দশবার।

সতীশ—এজ্ঞে পয়সাটা—

শৈলেন—(ব্যাগ খুলে) কতো বললে ?

সতীশ—এজ্ঞে এগার আনা—(হাত বাড়ায়)

কৃষ্ণা—(বাধা দিয়ে) ওকি—ওকি—আপনি দিচ্ছেন কি হিসেবে ? (সতীশকে) আর তোমার ও কি রকম আক্কেল বিবেচনা ! এঁর কাছে পয়সা নিচ্ছ ! যাও বাকিতে আনো গিয়ে— [সতীশের প্রস্থান]

কৃষ্ণা—লজ্জাও করেনা ! এক বাক্স সিগ্রেটের জন্যে মেয়েদের কাছে হাত পাতা।

শৈলেন—হাত পাতলেই যখন পাওয়া যায়, তখন ক্ষতি কি ? স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব একমুষ্ঠি অন্নের জন্যে হাত পেতেছেন—তাতে কি তাঁর মানের হানি হয়েছে ? ছবিখানা দেখেছো তো—তোমাদের তেতলায় উঠতেই সামনের দেওয়ালে টাঙানো—বড় সুন্দর না ?

কৃষ্ণা—ও ছবিখানা দাদার খুব প্রিয়—

শৈলেন—তা তো হবেই। বয়েসটা তো তাঁর নেহাৎ কম নয়—তার ওপর তরুণী ভার্যা ঘরে এনেছেন—এখন মনকে চোখ-ঠারা ছাড়া উপায় কি ?

কৃষ্ণা—যাক একটা নতুন 'ইণ্টারপ্রিটেশন' শুনলাম ছবিখানার—

শৈলেন—ঠিক জায়গায় আর শোনাতে পারলাম কৈ ? ছবিখানা দেখতে দেখতে আমার মাথায় একটা 'আইডিয়া' এসেছিল —তোমাদের 'আর্টিষ্ট' অরূপ বাবুকে বলবো ভাবছিলাম—

কৃষ্ণা—(প্রতিবাদের সুরে) আমাদের আর্টিষ্ট অরূপ ! তার মানে ?

শৈলেন—আহা তোমাদের না হয়, এবাড়ীর তো বটেই ! স্বচক্ষে

দেখে এলাম বড় জা'টি তোমার কি তোয়াজেই না রেখেছেন।

কৃষ্ণা—(ঝাঁঝের সঙ্গে) চাল নেই, চুলো নেই, দাদা দয়া করে থাকতে দিয়েছেন তাই,—ওর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক! অমন ঠাট্টা করবেন না!

শৈলেন—রামঃ। ঠাট্টা করবো তোমায়? সে সম্পর্কই নয়। আমি যে দস্তুর মতো পরপুরুষ—দিদির বর! (দু'জনেই হেসে ফেলেন) বুঝলে খুকুরাণী, রেবা যখন আদিখ্যেতা ক'রে আমায় ওর আঁকা ছবিগুলো দেখাচ্ছিলো, তখন মনে হলো অরূপ বাবুটিকে বলি—মশায়, এবার নতুন ধাঁচের ছবি আঁকুন,—অন্নপূর্ণার দরবার থেকে শিব শূন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে বিমুখ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন মুখটি চুণ করে। বড় 'রিয়েলিষ্টিক' হবে—

কৃষ্ণা—আচ্ছা! একটু পরেই যাচ্ছিতো—দিদিকে গিয়ে বলছি কত্তাটি তাঁর কি দরের ছবি আঁকার সমঝদার হয়ে উঠেছেন। আমায় আনতে পাঠিয়েছিলে—উনি কিন্তু সারাক্ষণ ষ্টুডিয়োতে আড্ডা মেরে কাটিয়েছেন।

শৈলেন—দোহাই—দোহাই খুকুরাণী—একে মনসা, আয় ধুনোর গন্ধ আর দিওনা—আমায় নির্ঘাৎ বিবাগী হতে হবে! আরে আমি কি ছাই ছবি আঁকার মাথা মুণ্ড কিছু বুঝি—তোমার বড় জা পাকড়াও করে নিয়ে গেছেন—উঠে আসি কি করে?

কৃষ্ণা—আপনি নেহাৎ কচি খোকা কি না।

শৈলেন—যাই বলো খুকুরাণী, বরাৎ আমার সুপ্রসন্ন! একটি জিনিষ আমি বড় জোর লক্ষ্য করেছি—জানিনা আর কারো নজরে পড়েছে কি না।

কৃষ্ণা—কি আবার লক্ষ্য করলেন?

শৈলেন—একেবারে লক্ষ্য ভেদ—মর্মমূলে গিয়ে বিঁধেছে—আর আশা নেই! ওর আঁকা সব মেয়ের মুখগুলোয় সেই একই আদল।

[সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সতীশের প্রবেশ ও প্রস্থান]

কৃষ্ণা—(একটু অবাক হয়ে) একই মুখের আদল। কার?

শৈলেন—আবার কার—বাড়ীতে তো রয়েছ, নজরে পড়েনি?

কৃষ্ণা—অতশত দেখিনি। কি যে বলেন, বুঝি না।

শৈলেন—চুপিচুপি জিজ্ঞেস করো তোমার কত্তাটিকে—তাঁর তো খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে বলে শুনেছি।

কৃষ্ণা—বয়ে গেছে আমার। তা ছাড়া ও সব বাজে জিনিষে নজর দেবার সময় ওঁর নেই। সাতজন্মেও উনি ও ঘরের চৌকাঠ মাড়ান না। ছ'চক্ষের বিষ!

শৈলেন—তাই বিষবৃক্ষটি তাঁর চোখের আড়ালে বেশ পুরুষ্টু হচ্ছে। হুঁ, আর একটি কথা—বড় জা'টি তোমার দিব্যি খোশমেজাজী মেয়ে বলে মনে হলো—

কৃষ্ণা—রেবার মনটা সত্যিই খুব সাদা—কোনো খল প্যাঁচ নেই।

শৈলেন—সেইজন্যেই কালো দাগ অতো সহজে লাগে! কি

বিপদ—কথায় কথায় কৃতার্থ করে আমায় জানালেন খুব শিগ্‌গির একদিন হঠাৎ হাজির হচ্ছেন আমাদের বাড়ী।

কৃষ্ণা—ভালই তো! আপনাদের এতো খাতির যত্ন করলে —আপনারাও করবেন।

শৈলেন—হ্যাঁ—সেইজন্যে তোমার দিদিতো মালাচন্দন নিয়ে বসে আছেন। ভাবছি ঘুড়ির লাগোয়া লেজুড় অরূপটিও না হঠাৎ সেই সঙ্গে গিয়ে পড়েন। তাহলে একমাত্র ঈশ্বর ভরসা! দিদিটিকে তো চেনো!

কৃষ্ণা—খুব চিনি! আপনার মতো অকৃতজ্ঞ আর অসামাজিক মেয়ে দিদি নয়—

শৈলেন—সব জানো! তাহলে শোন ব্যাপারখানা খুলেই বলে যাই। এই গত পরশুদিন রাত দশটায় মায়ের সঙ্গে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলো চৌরঙ্গী দিয়ে—পড়বি তো পড় একেবারে তারই চোখে—

কৃষ্ণা—কি আবার চোখে পড়লো?

শৈলেন—চোখের বালি (একটু থেমে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) দুজনে মিলে হাত ধরাধরি ক'রে চলেছেন।

কৃষ্ণা—কারা?

শৈলেন—আবার কারা—তোমার বড় জা আর আর্টিষ্ট অরূপ বাবুটি। গিন্নী তো ফিরে আমার ওপর দারুণ খাপ্পা! কি মুস্কিল!

কৃষ্ণা—(কি ভাবতে ভাবতে) পরশুদিন - রাত দশটায়?

শৈলেন—হুঁ, তাই তো শুনলাম।

কৃষ্ণা—কি জানি, ওরা তো সিনেমায় যায়—ফিরছিলো হবে।

শৈলেন—ফিরছিলো তো বটেই! তোমার দিদি স্পষ্ট দেখেছে ময়দান মুখো চলেছেন দুজনে! হয়ত মাথা ধরেছিলো। সিনেমা দেখলে অমন ধরে। (ঘড়ি দেখে) আর না—অনেকক্ষণ এসেছি—(এগিয়ে গিয়ে থেমে) দেরী করোনা কিন্তু—এবার চলি।

কৃষ্ণা—না না—দেরী করবো কেন—

[শৈলেন বাবুব প্রস্থান। সতীশ ঘবে এসেছে। কৃষ্ণা চলে গেল। সতীশ আপন মনে বাকী কাজটুকু কবতে থাকে।]

সতীশ—ফাই-ফরমাসের আর বিরাম নেই। সিগ্রেট আনোরে—জুতো পালিশ কোরে দাওরে—কাপড় কাচোরে—ইদিকে কোনদিন আটগণ্ডা পয়সা বস্‌কিস্‌ দিয়ে বললেন—সতীশ তুমি জল খেয়ো। ভ্যালা আমার বাবুরে—

[নেপথ্যে বাইবেব দবজায ধাক্কাব শব্দ]

বাঘা—[নেপথ্যে] বিমলবাবু—বিমলবাবু আছেন—

সতীশ—এই দ্যাখো—আবার কে? একজন না যেতে যেতেই আবার—[আবার জোরে ধাক্কা] আঃ—তর সইছে না—যাই গো বাবু। (প্রস্থান)

[সতীশের সঙ্গে মহীতোষবাবু, বাঘা, ছকু, রমেশ ও হোঁৎলার প্রবেশ। সাদাসিধে বয়স্ক ভদ্রলোক মহীতোষবাবু আর তরুণ সমবয়সী অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে হোঁৎলা যেন নেহাৎ গোবেচারী মার্কা।]

সতীশ—এজ্ঞে বড়বাবু তো বাড়ী নাই—আপিস থেকে ফেরেন নাই এখনো।

হোঁৎলা—যা ববাবা! বউনি খারাপ!

মহীতোষ—তাহলে ছোট কত্তা উকিল ভায়াকেই একবার নেমে আসতে বলোনা—

সতীশ—এজ্ঞে তিনিও কোর্ট থেকে ফেরেন নাই—

রমেশ—বড়বাবু নেই, ছোটবাবু নেই, তবে আছেটা কে শুনি?

সতীশ—এজ্ঞে অরুবাবু আছেন শুধু।

বাঘা—আচ্ছা তাঁকেই একবার দয়া করে নেমে আসতে বলো না।

সতীশ—এজ্ঞে কি বলবো গিয়ে?

মহীতোষ—বলবে—আমায় চেনো তো—আমার নাম করে—

সতীশ—চিনি বটেক—কিন্তু নামটা—নামটা—(মাথা চুলকোতে থাকে)

বাঘা—(এগিয়ে এসে) বলোগে যাও শক্তি সংঘ থেকে নেকৃড়ে পালিতের ছেলে বাঘাবাবুরা এসেছেন কালী পূজোর চাঁদা নিতে।

ছকু—মনে থাকবে তো—নেকড়ে পালিতের ছেলে বাঘাবাবু—

সতীশ—(সভয়ে, সসম্ভ্রমে) বাবা ! মনে আবার থাকবেনি !
নেকড়ে পালিতের ছেলে বাঘাবাবু তো উনি—
[বাঘাকে দেখিয়ে প্রস্থান]

ছকু—মাইরি বাঘা,—বাবা একখানা বাগিয়েছিস বটে—শালা নাম করে দাঁড়ালে আর রক্ষে আছে— ?

মহীতোষ—তোমরা একটু বসো ভায়া, চট্ কোরে একটা পান খেয়ে আসি—

রমেশ—(বাঘাকে টিপে) বাঘা, এই তালে কেটে পড়ছে—

বাঘা—হ্যাঁ মহীতোষবাবু—আপনার সঙ্গে এঁদের এতো খাতির—অন্ততঃ ব্যাপারটা মিটিয়ে যান—

মহীতোষ—পানটি খাবো আর চলে আসবো—যা তাড়া দিয়ে টেনে আনলে—চা খেয়ে পানটি খাবার অবধি ফুরসৎ পাইনি—মুখটা একেবারে পান্তা মেরে গেছে। [প্রস্থান]

রমেশ—খোদ মালিক যখন বাড়ী নেই, তখন বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না—

বাঘা—কত্তা বাড়ী নেই বলে কোন কাজটা আটকাচ্ছে শুনি ?

হোঁৎলা—য্যা মাইরি—কি বলছিস্ য্যাঃ—

ছকু—অন্যায়টা কি বলছে শুনি ?

বাঘা—এ বাড়ীর কত্তা তো স্রেফ চিনির বলদ !

হোঁৎলা—য্যা, অমন বিদ্বান লোক—পাড়ার লোকের দায়ে-অদায়ে কতো করেন—অমন মোটা মাইনের চাকরী— !

রমেশ—হ্যাঁ, মোটা রোজগার করাই সার—ইদিকে সব গুড়টি যাচ্ছে পিঁপড়ের পেটে।

ছকু—বলেনা, নেপোয় মারে দই !

বাঘা—এদিকে ইনি কিন্তু বেড়ে তোয়াজে রয়েছেন—লবাব বাহাত্তুর যখন বাড়ী থেকে বেরোয় দেখিস কি বাহার ! গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী—শান্তিপুরী ফাইন তাঁতের কাপড়ে—ইয়া মুগার ধাক্কা—দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

হোঁৎলা—[গদ গদ স্বরে] যাই বল ভাই—চেহারাখানা—চেহারাখানা ভারি সুন্দর—এমন মানায়—

রমেশ—উঁঃ—গলে গেলো আর কি ! ওরে আহাম্মক অমন তোয়াজে থাকলে আম্মো ঢের সুন্দর হতে পারতাম ! পরের ভাতে লম্বা কোঁচা—লজ্জাও করেনা ?

হোঁৎলা—য্যা এদের বাড়ীতে বসে কি সব বলাবলি করছিস্ ?

রমেশ—লাও ঠ্যালা—চাঁদা চাইতে এসেছি বলে তুটো কথাও কইতে পাবনা ?

ছকু—স্রেফ মুখে চাবি এঁটে দাঁড়িয়ে থাকবো ?

হোঁৎলা—আহা এঁরা যদি শোনেন—

রমেশ—ক্ষেপেছিস্—এদের কি চোখ কানের বালাই আছে নাকি ?

বাঘা—তাহলে আর নাকের গোড়ায় এই সব কাণ্ড কারখানা চলতোনা ! (একটু থেমে বিরক্তি ভরে) মুস্কিল—আরো কতক্ষণ বসে থাকা যায়।

রমেশ—খবর পাঠানো তো হয়েছে অনেকক্ষণ—করছেন কি ?

ছকু—আচ্ছা মাইরি—এবাড়ীর অরূপ ছোকরার কি আর কাজ কম্মো নেই—সারাক্ষণ শুধু মুখের পানে তাকিয়ে বসে আছে ?

রমেশ—কে বললে ? সবাই তোর মতোন বোকা কিনা ! দেখ্‌গে যা দিন-রাত্তির কেবল তুলির আঁচড় টানছে ! অমন মডেল পেলে আম্মো একজন বড় আর্টিষ্ট হতে পারতাম। তোদের মতন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াতাম না—

হোঁৎলা—ঐ মহীতোষ বাবুকে না এনে মাধবকে নিয়ে এলে হতো—বাড়ীর মধ্যে গিয়ে চাঁদা চেয়ে আনতে পারতো।

বাঘা—আর বলিসনি, মাধব শালা বুদ্ধু-নাম্বার-ওয়ান। এখানে বিশেষ পাত্তা পায় বলেতো মনে হয়না—অথচ বলে এটা তার মামার বাড়ী।

রমেশ ও ছকু—মাম্মার বাড়ী !

হোঁৎলা—হ্যাঁ, তাইতো—

বাঘা—তাই যদি হয় তাহলে কোথাকার কে এক আর্টিষ্ট এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসে লীলা খেলা চালাচ্ছে—আর চোখের ওপর তুই তা সহ্য করছিস ?

রমেশ—শালার মুখে বারফট্টাই খুব—লাখ পঞ্চাশ দেদার মারে ! এদিকে তোরই বুকের ওপর বসে আর একজন দাড়ি ওপড়াচ্ছে—তুই ব্যাটা করছিস্ কি ?

বাঘা—দেখে শুনে আমাদেরই খুন চেপে যায়। নিজে না

পারিস—তাই বল আমাদের—ছ্যাখ, আগাছা উপড়ে ফেলার হিম্মৎ আছে কি না দেখিয়ে দিই।

[সতীশের প্রবেশ]

সতীশ—এজ্ঞে অরু বাবু চুল আঁচড়াচ্ছিলেন—বললেন বেরুবার সময়ে একেবারে নামবেন !

বাঘা—কখন বেরুবেন, আমরা ততক্ষণ বসে থাকবো ? বলেছিলে আমার নাম করে ?

সতীশ—এজ্ঞে বলিনি আবার— ? নামতে দেরী হবেনা। এবার যাত্রা দেবেন তো বাবু ?

বাঘা—(রসিয়ে রসিয়ে) শুধু যাত্রা ! খ্যামটাউলির বায়না করতে বেরিয়েছি—যারা ঘোমটার ভেতর নাচে।

রেবা—[নেপথ্যে] সতীশ—সতীশ—

সতীশ—যা—ই-- [প্রস্থান]

রমেশ—বাঘা, গতিক সুবিধের নয়—ফালতু পরের চেয়ার গরম করছিস—

বাঘা—ফালতু মানে—আজ একটা ফয়সালা না করে এখানে থেকে নড়ছি না। দেখতো গতবারে কত দিয়েছিলো—

[রমেশ খাতা খুলে দেখে]

বাঘা—শালা দুদিন বাদে পুজো—এখনো ঠাকুরের দামটা অবধি ওঠেনি। চাঁদা আদায় করবার বেলায় কারো পাত্তা নেই —এদিকে ফুর্তির সময় হর্‌বখৎ হাজির।

রমেশ—এটা তো ৩৭ নম্বর বাড়ী ?

বাঘা—হ্যাঁ, কি হলো পেলি ?

রমেশ—এ খোঁয়াড়ে তোমার কালীমায়ের কোন বলি থাকে না !

হোঁৎলা—(দারুণ অবাক হয়ে) মানে—আমি আর ছকু—পাঁচ টাকা—

বাঘা—(সবিস্ময়ে) বিমলাপ্রসাদ বসুর নামে জমা নেই— ?

রমেশ—ও নাম গন্ধও নেই খাতায়, পুণ্যাত্মাদের ভিড়ে পাপী-তাপী লোক থাকেন কি করে—

বাঘা—(ব্যাপারটি আন্দাজ করে) ছকু !

[ছকু গভীরভাবে মন নিবিষ্ট করে আলমারীর বইয়ের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ ডাক শুনে চমকে ওঠার ভাব দেখায়]

ছকু—অ্যাঁ—তাহলে—মানে—বোধহয় জমা করতে ভুল হয়ে গেছে। মাইরি যা সব ঝামেলা !

রমেশ—(পিঠ চাপড়ে) সাবাস বেটা ! বহুৎ আচ্ছা ! বারোয়ারীর বৃহৎ ব্যাপারে এ্যায়সা হর্‌বখৎ হোতাই হায় !

ছকু—(ভিতরের দরজার দিকে নির্দেশ করে চাপা গলায়) চুপ কর।

[অরূপ ও রেবার প্রবেশ দুজনেই বেশ সেজেগুজে বেরুচ্ছে। সুন্দরী তরুণী রেবা, বয়েস বাইশের বেশী মনে হয় না, অরূপের চেহারাও সুন্দর, বয়েস সাতাশ থেকে আটাশ]

হোঁৎলা—আজ্ঞে আমরা সর্বজননী কালীপূজার তরফ থেকে আসছি—

অরূপ—ও—আপনারা কিন্তু কাল সকালে এলেই ভাল করতেন —বিমলদা, কমলদা'রা থাকতেন। মিথ্যেই এতক্ষণ বসে থাকতে হলো!

বাঘা—বসেই যখন রইলাম তখন মিটিয়ে দেওয়াই ভালো!

অরূপ—তাহলে আরো একটু বসুন। (রেবাকে) চলো।

রেবা—(চাপা গলায় অরূপকে) আর সেই কথাটা বলো—

হোঁৎলা—বলুন—বলুন কি বলতে চান—?

অরূপ—আপনাদের বললে কি হবে?

হোঁৎলা—(সগর্বে বাঘাকে দেখিয়ে) ইনিই আমাদের সেক্রেটারী—

ছকু—বাঘা পালিত—

রমেশ—নেক্‌ড়ে পালিতের ছেলে—

বাঘা—(গম্ভীরভাবে) বলুন—কি বলবার আছে?

অরূপ—দেখুন পুজোর আগের দিন থেকে বিসর্জনের পরের দিন পর্যন্ত মাইক্রোফোনের ঐ বীভৎস চীৎকারটা দয়া কোরে বন্ধ করে দিন!

[মহীতোষবাবুর প্রবেশ]

বাঘা—কেন, আমরা তো বেশ বাছাই করা রেকর্ড বাজাই— 'পপুলার' সমস্ত ফিলিমের গান!

অরূপ—দোহাই—জোর করে আর ও সমস্ত আমাদের শুনতে বাধ্য করবেন না। লোকে পাগল হয়ে যাবে! যে-কোন পালে-পার্বণে শান্তিপ্রিয় লোকেদের ওপর এই অত্যাচার আর বরদাস্ত হয় না।

মহীতোষ—সত্যি, অন্ততঃ রাত্তির দশটার মধ্যে মাইক-ফাইকগুলো বন্ধ করে দিলে লোকে ঘুমিয়ে বাঁচে।

বাঘা—(মহীতোষবাবুর দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে অরূপকে ভারিক্কী চালে) মুস্কিলটা কি জানেন—আপনার কাছে যেটা অত্যাচার বলে মনে হচ্ছে—সেটা বেশীর ভাগ লোকের কাছে আনন্দের ব্যাপার।

অরূপ—আনন্দের ব্যাপার ?

বাঘা—হ্যাঁ, 'ওয়ার্কার্স'—যারা পূজোর ব্যাপারে কোমর বেঁধে খাটে, তারা তো 'মাইক' 'মাইক' করে অস্থির।

রমেশ—বলুন না—তাদের কথা কি ঠ্যালা যায় ?

ছকু—আর পাঁচজনে যা চায়—

রেবা—উঃ আবার সেই দিনরাত কানের কাছে 'মাইক্রোফোন' ?

অরূপ—এঁরা যখন বুঝবেন না—মিথ্যে বলা, চলো—এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে ! আচ্ছা—

[নমস্কার করে রেবা ও অরূপের প্রস্থান]

একটুখানি চুপচাপ। বাঘারা রাগে ফুলছিল

বাঘা—(চাপা রাগে গর্জে ওঠে) আচ্ছা, আমার নাম বাঘা পালিত, তোমায় এপাড়া ছাড়া না করতে পারিতো—

ছকু—(স্ স্ করে) সিরি কিস্নের বাঁসি সুনেছো—আয়ানের নাদনা দেখো নি যাদুধন !—এর নাম কালী পূজো—

রমেশ—ইয়া ইয়া বোম ফুটবে ফুটকড়াই মুড়কীর মতোন—

হোঁৎলা—(ত্রস্ত সুরে) বাব্বা—এক এক আওয়াজে পিলে চমকে যায় !

মহীতোষ—দোহাই ভায়ারা—দোহাই তোমাদের—এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জৎ বাঁধিয়োনা—দোহাই ।

বাঘা—(তাচ্ছিল্যের সুরে থামা দিয়ে) থামুন মশাই—আমাদের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, মশা মারতে কামান দাগবো । [ছকুকে বাইরের দরজার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে] গ্যাখ ছকু, ঐ বাড়ীটার দোতলায় একটা বাড়তি চোঙা তার টেনে ফিট করে দিলে কেমন হয় বলতো ?

ছকু—ফাস্ কেলাস্ ! বেড়ে মতলব ঠাউরেছিস্ মাইরী ।

রমেশ—বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনিয়ে গেলো ।

ছকু—মুখের মতো জবাব হবে—

হোঁৎলা—(চাপা গলায়) ঐ উকিলবাবু আসছেন—

[কমলাপ্রসাদের প্রবেশ । বয়স চল্লিশ বৎসর আন্দাজ, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ]

কমলাপ্রসাদ—কি ব্যাপার—মহ[illegible] কি মনে করে ?

মহীতোষ—এই পাড়ার ছেলেরা কালীপুজোর চাঁদার ব্যাপারে পাকড়াও করে নিয়ে এলো । অনেক কালের পুজো—

কমলাপ্রসাদ—তা দাদাকে খবর পাঠিয়েছেন— ? (ভিতরের দরজার দিকে ডাক দিয়ে) সতীশ—

মহীতোষ—বড়কর্তা এখনও ফেরেন নি—ভাবলাম একটু অপেক্ষা করা যাক—তাই—

[সতীশের প্রবেশ]

কমলাপ্রসাদ—(সতীশকে) বাবুদের ঝুটমুট বসিয়ে রাখে আহাম্মক কোথাকার! (মহীতোষবাবুকে) তা আপনি বাড়ীর ভিতরে একটা খবর পাঠালেই পারতেন। সামান্য ব্যাপার—মেয়েরাই মিটিয়ে দিতেন।

মহীতোষ—সে আর বলতে—খবর আমরা পাঠিয়েছিলাম—তা বড়বৌমার বোধ হয় বড্ড তাড়াতাড়ি ছিলো—কোথায় বেরুলেন কিনা—

বাঘা—চাঁদার ব্যাপারটা আপনাদের সঙ্গে মিটিয়ে যেতে বলে গেলেন অরূপবাবু।

কমলাপ্রসাদ—ওঃ, কিছু মনে করবেন না—তা কাল সকালে না হয় সাড়ে নটার মধ্যেই একবার মহীতোষবাবু আসবেন—তাহলেই—

মহীতোষ—এ আর এমন কি—না হয় আসবো আমি—

বাঘা—আচ্ছা, তাহলে আমরা আসি। (নমস্কার করে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছ থেকে) মহীতোষবাবু আপনি আসবেন না?

মহীতোষ—তোমরা একটু এগোও ভায়ারা, ছুটো কথা কয়েই যাচ্ছি—

[বন্ধুদের সঙ্গে বাঘার প্রস্থান]

কমলাপ্রসাদ—এই ফিরছি কোর্ট থেকে মহীতোষবাবু—আপনার কি কোন জরুরী দরকার আছে?

[কমলাপ্রসাদের কোর্ট, নথিপত্র এবং ফোলিও ব্যাগ নিয়ে সতীশের প্রস্থান]

মহীতোষ—না এমন কিছু নয়—তবে—

কমলাপ্রসাদ—তবে বলেই ফেলুন—

মহীতোষ—(চেয়ারে ঝুঁকে বসে) কথাটা বলবো বলবো করে আর বলাই হয় না! আমি তো তোমাদের পর ভাবিনে ভায়া—তোমার দাদা যখন এ পাড়ায় প্রথম আসেন—

কমলাপ্রসাদ—তা তো ঠিক—তা মোদ্দা কথাটা কি বলুন শুনি—

মহীতোষ—আচ্ছা, ঐ অরূপ ছেলেটি তোমাদের এখানে থাকে—

কমলাপ্রসাদ—তা থাকে—

মহীতোষ—আচ্ছা ও কি সম্পর্কে তোমাদের কেউ হয়?

কমলাপ্রসাদ—না ওর সঙ্গে আমাদের কোন রক্ত সম্পর্ক নেই—

মহীতোষ—তাহলে ও এখানে—?

কমলাপ্রসাদ—এক সময় অরূপের বাবা দাদার খুব উপকার করেছেন—ভদ্রলোক আর জীবিত নেই—অবস্থা খুবই খারাপ—সেই সুবাদে দাদা ওকে এখানে এনে রেখেছেন। কি হয়েছে তাতে?

মহীতোষ—মানে লোকে তো অত তলিয়ে দেখে না—তাই—

কমলাপ্রসাদ—(বিরক্তি ভরে) তাই কি?

মহীতোষ—এই আর কি—পাঁচ রকম কথা বলে।

কমলাপ্রসাদ—(রাগ চাপার চেষ্টা করে) পাঁচরকম কথা বলে? সে থাকে তার ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত—কারো সঙ্গে মেশে না অবধি! কার পাকা ধানে সে মই দিয়েছে শুনি?

মহীতোষ—আমার ওপর মিথ্যে চটছো ভায়া ! আমি কি আর সে সব কথায় কান পাতি ? আমি জানিনা কি দরের লোক তোমরা—শিবতুল্য লোক তোমার দাদা ! তাই যখন পাঁচটা কথা কানে আসে—মনে সত্যিই লাগে—

কমলাপ্রসাদ—আমাদের নামে পাঁচ রকম কথা ওঠে ! কারা বলে—বলুন তাদের নাম—রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেবো। জীবনে যেন অনধিকার চর্চা না করে।

মহীতোষ—কার নামই বা করি ভায়া—আর বাদ দিই বা কাকে ?

কমলাপ্রসাদ—মানে ! পাড়াসুদ্ধ লোকের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই—'ফর নাথিং' আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছে বলতে চান ?

মহীতোষ—আরে না, না,-না—ছি ছি !—তাহলেও তো বুঝতাম এর একটা উদ্দেশ্য আছে—এ ব্যাপার একেবারেই আলাদা—

কমলাপ্রসাদ—একেবারেই আলাদা—কি বলছেন মহীতোষবাবু ?

মহীতোষ—দেখে শুনে আমিই তাজ্জব বনে গেছি ভায়া—মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। তোমাদের দু'ভাইকে পাড়ার লোক দস্তুর মতো সমীহ করে দেখেছি—অথচ যখনই পাঁচটা লোক একত্তর হয়েছে—পাঁচ রকম কথা উঠেছে—এক' একজন এমন একটি ফুট্ কাটে—এমনি বাঁকা চোখে চায় —ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে—লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে আমার—বলার কিচ্ছু থাকে না। (একটু থেমে) আইন আদালতের পাল্লায় তো আর পাড়াসুদ্ধ লোককে ফেলা যায় না ভায়া—তাই

বলছিলাম কি—নিজেদের সাবধান হওয়াই ভালো—কি দরকার পাঁচজনকে দশ কথা বলার সুযোগ দিয়ে— ?

কমলাপ্রসাদ—দেখুন ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতা আমাদের যথেষ্ট আছে! আচ্ছা, আজ একটু ব্যস্ত আছি। কাল সকালে এসে টাকাটা নিয়ে যাবেন।

মহীতোষ—আচ্ছা ভায়া— [প্রস্থান]

কমলাপ্রসাদ—(ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে) একি ! এ কি ধরণের শয়তানী ! শুধু শুধু সবাই শত্রুতা করে চলবে। ধরা যাবেনা—ছোঁওয়া যাবেনা—স্রেফ একতরফা মার খেয়ে যাওয়া—একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করা চলবে না ! অসহ্য! এর একটা বিহিত করতেই হবে!

[কৃষ্ণার প্রবেশ]

কৃষ্ণা—বেশ মানুষ তুমি যাহোক ! অত করে বলে দিলাম সকাল সকাল ফিরতে—শৈলেনদা গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। ঠায় বসে বসে চলে গেলেন !

কমলাপ্রসাদ—ছেলেমানুষের মতো মেজাজ দেখিও না। কাজ মিটবে—তবে তো আসব। বাঁধা মাইনের চাকরী নয় যে হুট্ বলতেই চলে আসা যায়। অতই যদি তাড়া তো শৈলেনদার সঙ্গে তুমি চলে গেলে না কেন!

কৃষ্ণা—খুব বললে যাহোক, তোমার সঙ্গে ছাড়া একা যেন কখনো কোথাও গেছি। কথাগুলো একটু বুঝে বোলো।

কমলাপ্রসাদ—তা বৌঠানরা গেলেন কোথায় ?

কৃষ্ণা—সিনেমায় না কোথায় গেল—এইতো একটু আগে

কমলাপ্রসাদ—(জ্বলে উঠে) সারাদিন খাটা-খাটুনীর পর মানুষটা বাড়ী ফিরছে তেতে পুড়ে—একটু সেবা যত্ন করবে—তা নয় ওঁর বেরুবার সময় হোল এই—

কৃষ্ণা—ও কি করবে ? টিকিট কেটে নিয়ে এলো অরূপ। আমায় আবার লোক দেখানো বলছিলো যেতে।

কমলাপ্রসাদ—অরূপ ! ওকে দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। একদিন পড়বে আমার রাগের মাথায়—

কৃষ্ণা—(ত্রস্তভাবে) রক্ষে করো—যা তোমার মেজাজ। রাগলে আর জ্ঞান থাকে না ! কি দরকার আমাদের—দাদা শেষে কি মনে করবেন !

কমলাপ্রসাদ—(জ্বলে উঠে) দাদা ! দাদা কি মনে করবে এই ভেবে আর কতো সহ্য করা যায়। পাড়ায় এদিকে যে ঢিঢিকার পড়ে গেছে খবর রাখো কি ?

কৃষ্ণা—(অবাক হয়ে) ঢিঢিকার পড়ে গেছে ?

কমলাপ্রসাদ—যাবেই তো। লোক তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না—শাক দিয়ে মাছ আর কদিন ঢাকা যায় ?

[বিমলাপ্রসাদের প্রবেশ। বয়স সাতচল্লিশ আন্দাজ, সদাশিব ভদ্রলোক]

বিমলাপ্রসাদ—কি ব্যাপার বৌমা ! তোমাদের আজ না টালিগঞ্জে নেমন্তন্ন ছিল, গেলে না ?

কৃষ্ণা—উনি এই ফিরলেন কোর্ট থেকে—তাছাড়া আপনি ফিরবেন—একেবারে চা-টা খাইয়ে যাব। [প্রস্থান]

কমলাপ্রসাদ—দেখো দাদা, তুমি এই সময় ফেরো—ওঁরা প্রায়ই বেরোন কি হিসেবে ?

বিমলাপ্রসাদ—সন্ধ্যার শো'য়ে সিনেমায় গেছে। আমারও যাবার কথা ছিলো, দেরী হয়ে গেল, আর গেলাম না। এ বয়েসে আর ওসব কি ভালো লাগে ?

কমলাপ্রসাদ—যাই বলো—এ সমস্ত কিন্তু অত্যন্ত বাড়াবাড়ি—দেখতে শুনতেও খুব খারাপ !

বিমলাপ্রসাদ—গেলেই বা—ওদের সখ হয়েছে, গেছে। আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আর আমার জন্যে অপেক্ষা না করে তোমরাও যেতে পারতে—

কমলাপ্রসাদ—এই ভাবেই তুমি প্রশ্রয় দাও—আর ওঁরা যা খুশী করুন।

বিমলাপ্রসাদ—তুমি শুধু শুধু রাগ করছো কমল। ওরা সিনেমায় গেছে বলে মহাভারত কিছু মাত্র অশুদ্ধ হয়ে যায়নি।

কমলাপ্রসাদ—(তিক্ততার সুরে) শুধু শুধু রাগ করিনি ! কাজ নেই, কম্মো নেই—অরূপই যত নষ্টের গোড়া। শুধু তোমার আস্কারা পেয়ে—

বিমলাপ্রসাদ—মিথ্যে অরূপের নামে দোষারোপ করছো কমল।

কমলাপ্রসাদ—বুঝিনা! কোথাকার কে এক পরের ছেলে তাকে বাড়ীতে এনে মাথায় তুলে নাচানোর মানে কি ?

বিমলাপ্রসাদ—মাথায় তুলে তো কাউকে নাচানো হয়নি।

কমলাপ্রসাদ—অমন তোয়াজে কেউ গুরুঠাকুরকেও রাখে না। তার সঙ্গে আমাদের কিসের সম্বন্ধ ?

বিমলাপ্রসাদ—তোমার চোখে অরূপ পর হতে পারে, আমার কাছে সে জ্ঞানেশ্বর চৌধুরীর ছেলে—যাঁর দয়ায় আমি দাঁড়াতে পেরেছি।

কমলাপ্রসাদ—তা হতে পারে। কিন্তু পরকালটি তার একেবারে ঝরঝরে করে দিচ্ছো—এটাও মনে রেখো।

বিমলাপ্রসাদ—(চমকে উঠে) আমি ওর পরকাল ঝরঝরে করছি ?

কমলাপ্রসাদ—কথাটা খুব অন্যায় বলিনি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার উদ্যোগ নেই, চেষ্টা নেই—বসে বসে খালি ছবি আঁকা আর বেয়াক্কেলে কাণ্ডকারখানা। তুমি বলেই এসব সহ্য করছো। অন্য কেউ হলে—

বিমলাপ্রসাদ—ছি ছি ছি ! অরূপের মতো ছেলের সম্বন্ধে তোমার এতো হীন ধারণা ! এসব তুমি কি বলছো ?

কমলাপ্রসাদ—বলছি খাঁটি কথা। তোমার আর কি ? ল্যাবরেটারী আর ঘর—ঘর আর ল্যাবরেটারী। আমায় পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়। ঘরে কালসাপ এনে পুষেছো—কালসাপ ! বাঁচতে চাও তো বিদায় করো। লোকেও তাই বলাবলি করছে—

বিমলাপ্রসাদ—(চেঁচিয়ে) কমল !

কমলাপ্রসাদ—আর জেনে রেখো, যা রটে—তার কিছু বটে।

[প্রস্থান]

বিমলাপ্রসাদ—(স্তম্ভিত হয়ে) যা রটে ?

—পট নেমে এলো—

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[বিমলাপ্রসাদের নিজস্ব বসবার ঘর—কৌচ, সোফা, চেয়ার ও আরাম কেদারা রুচিসম্মত ভাবে সাজানো।
সময়—শেষ বৈকাল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের লাল আলো রেবার মুখের উপর এসে পড়েছে। জানলার ধারে সে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আর গান গাইছিলো। আরাম কেদারায় বিমলাপ্রসাদ কি যেন গভীরভাবে ভাবছেন। রেবা গাইছিলো রবীন্দ্রনাথের "এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর" গানটি।
দৃশ্যটি এগিয়ে চলার সঙ্গে বাইরের আলো কমে এসে ক্রমে ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে আসবে।]

রেবা—সুন্দর! মেঘে মেঘে রঙের হোলি খেলায় সারা আকাশ মেতে উঠেছে। ওগো শুনছো দেখে যাও. শীগ্‌গীর! (নিষ্ফল আক্ষেপে মুষ্টিবদ্ধ হাতটি বাঁ হাতে ধরে) আঃ! অরূপ থাকলে ডেকে আনতাম—ছুটে আসতো। সূর্যাস্ত দেখতে সে কতো ভালবাসে ?

বিমলাপ্রসাদ—(উন্মনা হয়ে তাকিয়ে) কি ব্যাপার ?

রেবা—(দ্রুত কাছে এসে) এসো এসো, তাড়াতাড়ি। (হাত ধরে প্রায় টেনে তুলে) এক্ষুণি সব শেষ হয়ে যাবে। (জানলার দিকে দুজনে এগোয়। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে) আচ্ছা এই রঙ্, এতো রূপ একি মানুষ সৃষ্টি করতে পারে ? বলোনা গো, তুমি তো রঙের সাধক।

বিমলাপ্রসাদ—কি জানি ! হয়তো পারে—হয়তো পারে না ! অরূপ বলতে পারে, সে হচ্ছে শিল্পী—আমি তো রঙের ভাগ মেশাই !

[বলতে বলতে উন্মনা হয়ে গেলেন। রেবা লক্ষ্য করে]

রেবা—কি এতো ভাবছো বলতো ? আপনা হতে একটি কথাও বলো না। কি হয়েছে ?

বিমলাপ্রসাদ—(হেসে) না কিছু হয়নি।

রেবা—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। শরীরটা কি ভালো নেই ? চোখটা যেন ছল ছল করছে। দেখি—?

[কপালে হাত রেখে উত্তাপ পরীক্ষা করে। বিমলাপ্রসাদ সেই হাতখানি আস্তে চেপে ধরেন।]

বিমলাপ্রসাদ—দেখলে তো—কিছু হয়নি, শরীরটা যে বেগড়াবে তার যো কি ? যা কড়া পাহারা !

রেবা—তবে কি কোন টাকাকড়ির ব্যাপারে—?

বিমলাপ্রসাদ—রক্ষা করো। দুর্ভাবনা করার মতো অত টাকা আমার নেই। ব্যাঙ্কের পাশ বই তো তোমার কাছে—

রেবা—তবে সারাক্ষণ কি ভাবছিলে ?

বিমলাপ্রসাদ—ভাবছিলাম——[থেমে] সত্যি শুনতে চাও ? না থাক—ভয় হচ্ছে—শুনলে যদি এককাণ্ড বাধিয়ে বসো ? কতো ভয়ে ভয়ে চলতে হয় আমায়—

রেবা—[হাতটি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায়] এবার আমি সত্যিই ঘর ছেড়ে চলে যাব !

বিমলাপ্রসাদ—[রেবার হাতটি আরও একটু চেপে] সেই জন্যেই তো আমার আরো ভয়। [থামেন। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে] সত্যি, তোমায় ঘরে এনে ভুল করেছি বৌ।

রেবা—[বিস্মিত হয়ে] ভুল করেছো ?

বিমলাপ্রসাদ—হ্যাঁ ভুল করেছি !

রেবা—[দারুণ অভিমানে] অর্থাৎ আমি তোমার যোগ্য নই —এই বলতে চাইছো ?

বিমলাপ্রসাদ—পাগল। [হাতের মুঠো আলগা করে দেন। রেবা হাত টেনে নেয়] যোগ্যতা আমার আছে কিনা সেই সম্বন্ধে আমারই সন্দেহ জেগেছে। [চোখের পানে তাকিয়ে] এই বুড়ো বয়েসে—

রেবা—[বিব্রত ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] কেবল ঐ এক বাজে কথা !

বিমলাপ্রসাদ—বাজে কথা ! কিন্তু মেঘে মেঘে যে বেলা আমার বয়ে এলো বৌ, তুমি ছাড়া আর সবাই বলে।

রেবা—সবাই কেবল মন্দটাই দেখে। কি আর এমন বয়েস তোমার ?

বিমলাপ্রসাদ—কম কি ? সাতচল্লিশ পেরিয়ে এলুম বলে।

রেবা—তাতে কি? তোমার মতো এমন সুন্দর স্বাস্থ্য ক'জনার আছে শুনি? হিংসেতে সবাই জ্বলে মরছে—তাই বয়েসের খোঁটা ছায়।

বিমলাপ্রসাদ—কিন্তু শুনবে—এদেশের লোকের আয়ু গড়পড়তা ক'বছর?

রেবা—(তীব্র প্রতিবাদে) ও সব বাজে কথা আমি শুনতে চাইনা (গলার স্বর ভারী হয়ে আসে) প্রায়ই এভাবে আমায় শাস্তি দিয়ে কি আনন্দ পাও শুনি? আজ না—

[বিমলাপ্রসাদ রেবাকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে যান]

বিমলাপ্রসাদ—আমাদের বিবাহ বার্ষিকী। এই তো? আরে তুমিও যেমন, তোমায় রাগিয়ে দিয়ে একটু মজা দেখছিলাম! আজকের এই শুভদিনে ওসব কথা কি ভাবতে পারি?

রেবা—তবে? ভাবনা তোমার কি এতো?

বিমলাপ্রসাদ—সত্যি (সহাস্যে রেবার চিবুক তিন আঙ্গুলে নাড়া দিয়ে) ঘরে যার এমন ঘরণী তার আবার ভাবনা?

রেবা—যাও। যা জানতে চাইছি তা বলার নাম নেই, যতো সব বাজে!

(বিমলাপ্রসাদ পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে রেবার এই কৃত্রিম কোপবতী ভাবটুকু উপভোগ করেন। আর এক দীর্ঘশ্বাস বের হয়।)

বিমলাপ্রসাদ—ভাবছিলাম অরূপের সম্বন্ধে।

রেবা—অরূপের সম্বন্ধে কি ভাবছিলে?

বিমলাপ্রসাদ—ওর একটা কিছু পাকা ব্যবস্থা করে না দিতে পারলে, মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না! এ আমার কর্তব্য।

রেবা—তা তো সব শুনেছি, কিন্তু কি করতে চাও?

বিমলাপ্রসাদ—ওকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চাই। রোজগার করে ও ঘর সংসার পাতুক, বিয়ে থা করে সংসারী হোক; এই আমি চাই।

রেবা—খুব ভাল কথা। কিন্তু এসব দিকে কি ওর লক্ষ্য আছে? ছবি আঁকা নিয়ে উন্মত্ত। (হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে) এক কালে ও মস্তবড় আঁকিয়ে হবে কিন্তু। কি মিষ্টি হাত ওর। তুলির টানগুলো টানে, যেন জীবন্ত।

বিমলাপ্রসাদ—হুঁ, আমারও তাই মনে হয়, ওর প্রতিভা আছে। কিন্তু কি জান বৌ, দুনিয়া বড় আজব জায়গা। সত্যিকারের গুণীরা এখানে বড় সহজে আমল পায় না।

রেবা—অরূপের মনে কিন্তু অগাধ বিশ্বাস—বড় হবেই, লোকে ওর কদর বুঝবেই।

বিমলাপ্রসাদ—আনন্দের কথা। কিন্তু ততদিন দুনিয়া তো থেমে থাকবে না। শুধু চাঁদের হাসি আর রঙিন রোদে কারুর পেট ভরে না বৌ।

[ঘড়ির শব্দ শোনা যায়]

রেবা—(কি ভাবতে ভাবতে দরজার দিকে এগোয়) আচ্ছা খেয়ালী ছেলে যা হোক! কোন সাত সকালে বেরিয়েছে খায়নি-দায়নি—

বিমলাপ্রসাদ—পাগল! একটি আস্ত পাগল। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে হয়তো সূর্যি ডোবা দেখছে।

রেবা—নাঃ বাবুর এখনো দেখা নেই। কোথায় যাচ্ছে অন্ততঃ বলে যায় তো মানুষ, লোকের ভাবনা হয়না? (বিমলা-প্রসাদের কাছে এসে যেন আগের কথার জের টেনে) আচ্ছা ধরো আমরা যা করতে চাইছি তাতে যদি ও উল্টো বোঝে?

বিমলাপ্রসাদ—ওকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চাইছি এতে উল্টো বোঝবার কি আছে?

রেবা—ধরো, ও যদি ভাবে এঁদের সংসারে থাকা এঁরা পছন্দ করছেন না, বোঝা ভেবে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিতে চাইছেন—তাহলে?

বিমলাপ্রসাদ—নাঃ, অতো ছোট মন নয় ওর। অরূপ আমাদের খুব চেনে! (রেবা তবু আশ্বস্ত হয়নি দেখে) আর তুমিও যেমন—তাই যদি ভাববো তাহলে জোর করে ওকে সেই একতলা ভাড়াটে বাড়ীর অন্ধকূপ থেকে আমাদের এখানে কেন নিয়ে এলাম?

রেবা—(উন্মনা হয়ে) সত্যি, কেন আনা হলো?

বিমলাপ্রসাদ—আনবো না? কি বলছো? চৌধুরী মশাইয়ের ছেলে ঐ অন্ধকূপে না খেয়ে পচে মরবে—প্রাণ থাকতে এ আমি সহ্য করতে পারি? আর তুমিও ঠিক বোঝোনি, এখান থেকে ওকে সরিয়ে দিচ্ছে কে? যতদিন

ওর ইচ্ছে থাক না—আমি কি তাতে কাতর হচ্ছি ! তবে—
(থেমে যান)

রেবা—(সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে) তবে কি ?

বিমলাপ্রসাদ—থাকতে থাকতে কোন দিন দেখো হঠাৎ না ভেবে বসে যে আমরা এতদিন ওর যা কিছু করেছি—স্রেফ্ দয়া। তখন ?

রেবা—অরূপ তা ভাবতেই পারেনা। কিন্তু ওর একটা কি ব্যবস্থা করে দেবে বলছিলে ?

বিমলাপ্রসাদ—তা তো করতেই পারি। কিন্তু করবে কি ও ?

রেবা—কি ব্যাপারটাই শুনি না !

বিমলাপ্রসাদ—আমাদের ল্যাবরেটারীতে একটা চাকরী খালি আছে, সে কাজ ও করতে পারে। রঙের শেড্ সম্বন্ধে ওর চোখ খুব পরিষ্কার, বাকিটা শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া এমন কিছুই নয়। যান্ত্রিক ব্যাপার। কিন্তু কথা হচ্ছে বাবু কি করবেন ?

রেবা—[উৎসাহিত হয়ে] কেন করবে না ? খুব করবে। এ বাজারে চাকরী বলে পাওয়াই যায় না—আর মাথার ওপর মুরুব্বী তুমি—

বিমলাপ্রসাদ—এ চাকরী যদি নেয়—তাহলে ওর ভবিষ্যত আমি গড়ে দেবোই।

রেবা—[খুশী হয়ে] খুব ভাল কথা। দেখো, ও শুনে কি রকম খুশী হবে। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল। জানে আজ

সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে বেড়াতে বেরুবো সবাই [ব্যস্ত হয়ে দরজার দিকে এগিয়েই থামে] এই যে এসেছে। কি ব্যাপার অরূপ? কোথায় ছিলে সারাদিন?

[অরূপের প্রবেশ। মুখচোখ শুকিয়ে গেছে। ধুতি পাঞ্জাবী ময়লা, রুক্ষ চুল। বেশ বিচলিতভাব। রেবার কথা যেন শুনতেই পায়নি। সোজা বিমলাপ্রসাদের দিকে এগিয়ে গেল]

অরূপ—[ভারী গলায়] বিমলদা [কি বলতে গিয়ে যেন থেমে গেল]

রেবা—[এগিয়ে এসে] কি হয়েছে অরূপ?

অরূপ—[নিস্তাপ কণ্ঠে] কিছু না।

রেবা—উঁহু। কিছু একটা হয়েছে। সারা মুখ থম থম করছে। চোখ দুটো কেমন যেন—[আরো এগিয়ে এসে] তোমার অসুখ করেনি তো? [হাতটি চেপে উত্তাপ অনুভব করতে যাবে—অরূপ হাত সরিয়ে নেয়]

অরূপ—না আমার অসুখ করেনি।

রেবা—তবে অমন চেহারা হয়েছে কেন?

বিমলাপ্রসাদ—[রেবাকে] বুঝলে না, সারারাত্তির ঘুমোয়নি কাল। নিশ্চয়ই ক্যানভ্যাস আর কল্পনায় মল্লযুদ্ধ চালিয়েছে। আজ আবার সেই সাত সকালে বেরিয়ে এতোক্ষণ টো টো করে ঘুরে এলো। তাই অমন ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা হয়েছে।

অরূপ—[অনুচ্চ তিক্ত কণ্ঠে] ঝোড়ো কাকই বটে—বাসা ভেঙে গেছে। নতুন করে আবার খড়কুটো কুড়োবার পণ্ডশ্রম।

রেবা—কি সব আবোল তাবোল বকছো? আর এমন কি জরুরী কাজ তোমার ছিলো শুনি, যে নাওয়া খাওয়ার কথা অবধি মনে ছিল না?

অরূপ—বাসা ঠিক করতে বেরিয়ে ছিলাম।

রেবা—[প্রায় চেঁচিয়ে] বাসা?

বিমলাপ্রসাদ—কার জন্যে?

অরূপ—আমার নিজের [ঘরে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, অরূপ অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে] অনেক অন্যায় সুযোগ নেওয়া হয়েছে আপনাদের ওপর, আমায় ক্ষমা করবেন—আমি—আমি চলে যাচ্ছি—

বিমলাপ্রসাদ—চলে যাচ্ছ? কোথায়? [এগিয়ে এসে অরূপের হাত ধরে] এদিকে এসো, বসো [জোর করে অরূপকে কৌচে বসিয়ে নিজে পাশে বসেন] হঠাৎ চলে যেতে চাইছো—তার মানে?

অরূপ—দেখুন যেতে যখন হবেই—তখন শুধু শুধু—

রেবা—চলে যাওয়া কি এতই সহজ?

অরূপ—বাধা দিওনা বো'ঠান। হয়ত অনেক ক্ষতি করেছি, জানি তার মার্জনা নেই—অপরাধের মাত্রা আর বাড়াতে চাইনা।

[রেবার পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান বিমলাপ্রসাদ]

বিমলাপ্রসাদ—যা ভয় করেছি ঠিক তাই !

রেবা—অরূপ, আমরা তোমায় কোন রকম ?…

অরূপ—আমি অকৃতজ্ঞ নই—দোষ আমারই ষোল আনা !

রেবা—হেঁয়ালী রাখো। কি হয়েছে তোমার সব খুলে বলো।

অরূপ—হেঁয়ালী নয় বো'ঠান—পরিষ্কার ব্যাপার। পৃথিবী বিরাট। এর এক কোণে আমার নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে হবেই। আর কারো সংসারে পরগাছার মতো বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না !

বিমলাপ্রসাদ—[প্রতিবাদের সুরে] অরূপ—আমাদের সংসারে তুমি পরগাছা—এ উদ্ভট ধারণা তোমার কোথা থেকে এলো ? চোখের ওপর ঐ ছবিখানার দিকে তাকাও তো [দেওয়ালে টাঙানো একখানি তৈলচিত্র দেখিয়ে] ও ছবি কার ?

অরূপ—আমার বাবার !

বিমলাপ্রসাদ—আমার এই ঘরে টাঙানো কেন ?

অরূপ—[ধরা গলায়] বিমলদা, আপনি মহৎ, তাই বাবার উপকার আজও মনে রেখেছেন ! এতোদিন ধরে তার প্রতিদান যথেষ্টই দিয়েছেন মনে করি [উঠে দাঁড়িয়ে] বাবার অনেক আশা ছিলো আমার ওপরে—বড়ো হবো—নিজের পথ কেটে নেবো—মৃত্যুর ওপরে দাঁড়িয়ে বাবা হয়ত এখন এই অপদার্থ সন্তানকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন।

বিমলাপ্রসাদ—'হোপ্‌লেস্‌'! এবার সত্যিই প্রলাপ বকতে সুরু করেছে।

অরূপ—এখন বলছেন—পরে হয়ত একথা, বলবেন না। [অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে] নিজেকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিনা। কোন মানুষ এতকাল চোখ বুঁজে অন্ধের মতো থাকতে পারে? হঠাৎ চোখ খুললো তাই!

রেবা—[সবিস্ময়ে] চোখ খুললো?

বিমলাপ্রসাদ—তার মানে?

অরূপ—মানে খুব সোজা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কান পেতে শুনলাম, নিজের জন্যে ভাবি আর নাই ভাবি, আমার জন্যে রাজ্যের লোকের ভাবনার আর অন্ত নেই!

রেবা—কেন, কে কি বলেছে?

অরূপ—[এক মুহূর্ত রেবার পানে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে] এমন কিছু—যা তুমি আমি কোনদিন কল্পনায়ও আনিনি [বিচলিত ভাবে] নাঃ, আমি চললুম—

[বিমলাপ্রসাদ ওর পথ রোধ করে দাঁড়ান]

বিমলাপ্রসাদ—অরূপ, দারুণ সেন্টিমেন্টাল ছেলে তো তুমি। কে কি বলেছে?

অরূপ—আপনারা দুজনে অন্য ধাতুতে গড়া, আমায় অতিরিক্ত স্নেহ করেন তাই কানে কিছু ওঠেনি এতোদিন! সময়ে সবই শুনবেন। পৃথিবীর গতি বড় আঁকাবাঁকা।

রেবা—তার চেয়ে আঁকাবাঁকা তোমার কথার ধরণ। বোঝে কার সাধ্যি!

অরূপ—বুঝবে বৌ'ঠান বুঝবে! মর্মে মর্মে বুঝবে। কি কুক্ষণেই তোমাদের এই শান্তির সংসারে আমার মতো হতভাগ্যকে টেনে এনেছিলে—বাইরে এতো গুঞ্জন, কান পাতা দায়—এতোদিন কানে আসেনি এইটাই আশ্চর্য।

বিমলাপ্রসাদ—বড্ড ছেলেমানুষ তুমি অরূপ। কে কোথায় কার নামে কি বলেছে না বলেছে—তাতে তোমার আমার কি এলো গেল?

রেবা—কেউ তোমায় কিছু বলেছে অরূপ? কে শুনি?

অরূপ—তারা কেউ কোনদিন সামনে এসে মুখ খোলেনা।

বিমলাপ্রসাদ—তবে বড় বয়েই গেল। তুমিও যেমন—যেতে দাও ওসব বাজে কথা। কাজের কথা বলি শোন! এই বলছিলেনা—নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও? চাকরী করবে?

[রেবা চেয়ে থাকে অরূপের দিকে]

অরূপ—চাকরী?

বিমলাপ্রসাদ—হ্যাঁ।

অরূপ—কে দেবে আমায় চাকরী?

বিমলাপ্রসাদ—তার জন্যে ভাবতে হবে না—করবে কিনা তাই বলো আগে!

অরূপ—কোথায়—কি কাজ?

বিমলাপ্রসাদ—আমাদের ল্যাবরেটারীতে! কাজ তোমার পক্ষে শক্ত নয়—মন দিয়ে করলেই চলবে। বুঝলে—মাইনে ওরা ভালোই ছায়—ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। (অরূপের চোখে চোখে তাকিয়ে) 'ইয়েস, আই এ্যাম টকিং বিজনেস্।'

[অরূপের ভাবান্তর বেশ লক্ষ্য করা যায়।]

অরূপ—(খুব খুশী চেপে) বিমলদা, আমি রাজী—কবে থেকে ?

[রেবা খুশীমনে ক্ষিপ্রগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়]

বিমলাপ্রসাদ—বেশ, কালই আমার সঙ্গে বেরুবে কথা রইলো। আপাততঃ তুমি এখন একটু জিরিয়ে নাও—মনে আছে তো, আজ সবাই খেয়ে দেয়ে বেড়াতে যাচ্ছি ? (একটি প্লেটে মিষ্টান্ন ও এক গ্লাস জল নিয়ে রেবা ঢুকছে দেখে) এই যে—দেখো, আবার যেন মাথায় না ভূত চাপে।

[বিমলাপ্রসাদের প্রস্থান। ঘরের ভিতরের আলো খুব কমে এলেও একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়নি। অরূপ জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। রেবা এগিয়ে যায়।]

রেবা—এই মিষ্টিগুলো খেয়ে ফেলো আগে। (অরূপ দু'টিমাত্র সন্দেশ খেয়ে—বাকি মিষ্টি ফেলে রাখছে দেখে প্রতিবাদের স্বরে) ওকি, ওকি, ও দুটো পড়ে রইলো কেন ? না না—ফেলে রাখা চলবে না। শীগগির খাও।

[অরূপ একটি রসোগোল্লা নিয়ে মুখে পুরে জলের গ্লাসটি এক নিঃশ্বাসে পান করে।]

অরূপ—আজ তোমাদের বিবাহ-বার্ষিকী, না বো'ঠান? বিশেষ রকমের রান্নাবান্না নিশ্চয়ই হয়েছে? দেখোনা কত খাই।

রেবা—খুব! আজকের দিনে খুব করলে যাহোক! মনে রাখবার মতো!

অরূপ—সত্যি বলছি বো'ঠান তোমার গা ছুঁয়ে—(রেবার কাঁধে হাত দেয়। ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে কৃষ্ণা ও কমলাপ্রসাদের প্রবেশ। এরা কেউ টের পায়নি—কথায় মত্ত)—যা মনের অবস্থা হয়েছিলো—ইচ্ছে হচ্ছিল চলে যাই যেদিকে দু'চোখ যায়। তোমাদের স্নেহ প্রীতি ভালবাসা সবই অপাত্রে পড়ছে—আমি তার যোগ্য নই।

রেবা—(অরূপের জামার বোতামগুলো নাড়তে নাড়তে) তুমি—একটি—আস্ত—পাগল!

কমলাপ্রসাদ—ন্যুইসেন্স হয়ে দাঁড়িয়েছে—মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। (কৃষ্ণাকে জোর গলায়) আঃ, আলোটা জ্বালোনা ছাই—আমি ও ঘরে আছি। [প্রস্থান]

রেবা—(দ্রুত কৃষ্ণার কাছে এসে) ওমা কৃষ্ণাদি—(আলো জ্বেলে) কখন এলে? মাধব তো কই এলো না এখনো? আমরা বেরুবো—

কৃষ্ণা—নিশ্চয়ই তাসের আড্ডায় জমে গেছে। দুপুরে এসেছিল —বলে গেছে—রুনুদের বৈঠকখানায় ওরা খেলতে বসেছে —সন্ধ্যে হলেই যেন ডেকে পাঠানো হয়—নৈলে ওর আসা মুস্কিল।

রেবা—সতীশ যাক না—

কৃষ্ণা—কোথায় সতীশ? ওঁর কি কাজে গেছে। (অরূপকে) তুমি রুনুদের আড্ডায় যাওনা অরূপ?

অরূপ—না—

কৃষ্ণা—ওঃ, কিন্তু সতীশ কখন আসবে—যদি না ডেকে আনো তো ব্যাচারীর আসাই হয় না। বড় সর্বনেশে খেলা ঐ 'রাণিংক্লাশ'।

অরূপ—সময়টা তার মন্দ কাটছে না। ঠিক সময়ে আসবে।

কৃষ্ণা—(রেবাকে) তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।

রেবা—আমার সঙ্গে?

কৃষ্ণা—হ্যাঁ, খুব গুরুতর!

রেবা—গুরুতর! কি আবার হলো? শুনি!

কৃষ্ণা—(অরূপকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে) কি করে বলি এখানে?

রেবা—বলোই না।

কৃষ্ণা—বলছি (অনুচ্চ কণ্ঠে রেবাকে) ওকে আগে এখান থেকে সরা। (অরূপকে শুনিয়ে) সত্যি অত করে বলে গেল মাধব, কাউকে না পাঠালে ভারি অন্যায় হবে।

অরূপ—আচ্ছা আমিই যাচ্ছি। [প্রস্থান]

রেবা—কি বলো শুনি ? বাব্বা, তোমার কথার ধরণ শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেছি।

কৃষ্ণা—কথা না শুনেই ?

রেবা—বলোই না শুনি! কিসের কথা ?

কৃষ্ণা—এই ধর তোদের নিয়ে কোন কথা।

রেবা—আমাদের—?

কৃষ্ণা—তুই, দাদা, অরূপ—এই তিনজনকে নিয়ে।

রেবা—(দারুণ আশ্চর্য হয়ে) আমাদের তিনজনকে নিয়ে—কি ব্যাপার ?

কৃষ্ণা—ব্যাপার খুবই গুরুতর! শ্রাদ্ধ অনেক দূর গাড়িয়েছে।

রেবা—(অধৈর্য হয়ে) শ্রাদ্ধ ? কৃষ্ণাদি খুলে বলো।

কৃষ্ণা—বলতে আমার বাধছে, তবু না বললেই নয়। শোন্ রেবা, তুই বা দাদা আমাদের পর নোস্, ভালয় মন্দয়, আপদে বিপদে আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখবো, পরামর্শ দেবো, বুক পেতে দাঁড়াবো তবেই না আমরা আপনার ?

রেবা—তা তো বটেই। কিন্তু ব্যাপারটা— ?

কৃষ্ণা—এ সব প্রসঙ্গ উঠিয়ে আলোচনা করতে আমার এতোটুকুও ইচ্ছে করছেনা—জানিসতো—নোংরা ব্যাপারে আমার বরাবরই ঘেন্না। কিন্তু তোর দেওর আজ কদিন ধরে যেন ক্ষেপে উঠেছেন।

রেবা—ক্ষেপে উঠেছেন ?

কৃষ্ণা—হ্যাঁ, ক্ষেপে ওঠবারই কথা। সে সব কথা কানে এলে মরা মানুষের অবধি রাগ হয়।

রেবা—কিন্তু কথাটা কি বলছো না কেন ?

কৃষ্ণা—উনি বলছিলেন আর এ পাড়ায় কান পাতা যাচ্ছে না।

[থেমে রেবার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চায়]

রেবা—তারপর ? লোকে কী বলছে তা উনি বলেন নি ?

কৃষ্ণা—ওই আর কি, যেখানে ধোঁয়া—তার আড়ালেই আগুন—এবার বুঝতে পেরেছিস্ তো !

রেবা—কথার অতো ঘোরপ্যাঁচ আমার জানা নেই—

(সর্বদেহ কঠিন করে শূন্য দৃষ্টিতে রেবা তাকিয়ে থাকে)

কৃষ্ণা—এখনও কি সত্যিই বুঝতে পারিসনি ?

রেবা—(চমক ভেঙে) না, কি করে বুঝবো ?

কৃষ্ণা—চোখ কান বুঁজে আছিস বাপু বেশ। এদিকে দাদা পাড়ার সবাইকার হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেখলেই আড়ালে গা টেপাটিপি করে হাসে।

রেবা—(দপ করে জ্বলে উঠে) মিথ্যে কথা ! ওঁর মতো দেবতুল্য মানুষের নামে আড়ালে যারা হাসাহাসি করে তারা জানোয়ারের সামিল। আমি তাদের ঘৃণা করি।

[কৃষ্ণা নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তেজিত রেবাকে শান্ত করার চেষ্টা করে]

কৃষ্ণা—তাহলে তো ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়। সবাই ঐ কথাই বলাবলি করছে। উত্তেজিত হোস্‌নে, প্রতিকার করতে হবে।

রেবা—আমরা কি এমন মারাত্মক অপরাধ করে বসেছি কৃষ্ণাদি—যার জন্যে পাড়ায় কান পাতা দায় ?

কৃষ্ণা—তুই বড় অধৈর্য মেয়ে রেবা। মাথা ঠাণ্ডা করে শোন, বয়েস তোর নিতান্তই কাঁচা। এ বয়েসে অনেক সময় মেয়েরা বেহিসেবীর মতো কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে। অনেক ক্ষেত্রে তার সামাল দেওয়া শক্ত। কিন্তু এখনো সময় আছে, সাবধান হ—বুঝলি ? (একটু থেমে) এবার আমি কি বলতে চেয়েছি—বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়ই ?

রেবা—না পারিনি, কিন্তু এটুকু বুঝেছি—তোমরা সহজ কথা কইতে জান না।

কৃষ্ণা—আর কি করে বলা যায় বল ? (অন্যদিকে মুখ করে) এমন অল্প বয়সী সুন্দরী বৌ যার ঘরে—সেখানে বাইরের কোন ছোকরাকে কেউ প্রশ্রয় দেয় ? (রেবার কাছে এসে) স্তাখ্‌ রেবা—সংসারে কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থের অভাব নেই। বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে—পরের ঘরে তারা অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে পালিয়ে যায়। আর লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায়—আর একজন সারা জীবন ভর জ্বলে পুড়ে খাক হতে থাকে—

(শুনতে শুনতে রেবা সচকিত হয়ে কৃষ্ণার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে)

রেবা—কৃষ্ণাদি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—কে বেশী নীচ ? কলঙ্ক যারা রটায়—তারা—না যারা এই মিথ্যে

নোংরামী কানের কাছে পৌঁছে দ্যায়—তারা ? (অল্পক্ষণ থেমে) উঃ—এ আমার কল্পনারও অতীত। অরূপ। তার কেউ নেই ! আমি তাকে আপন ভাইয়ের মতো মনে করি—আর উনি তাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসেন—তবু—তবু—

কৃষ্ণা—(ওর হাত ধরে কাছে এনে) তুই আমায় যা খুশী বল—কিন্তু এখন শান্ত হয়ে যা বলছি শোন—

রেবা—আমার মাথায় আগুন জ্বেলে দিয়ে আমায় শান্ত হতে বলছো কৃষ্ণাদি ? আমি কি মানুষ নই ? আমি—আমি—কোন অন্যায় করিনি। তবু লোকে আমার নামে কলঙ্ক রটায়। উঃ—মা গো !

[কান্নায় ভেঙে পড়লো রেবা। কৃষ্ণা তাকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পায়]

কৃষ্ণা—রেবা কাঁদিসনি ভাই ! আমি জানি তোর মনে কোন পাপ নেই, আমায় বিশ্বাস কর রেবা—

রেবা—(মুখ তুলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) তবে—তুমি কেন অমন কথা বলো—কেন ?

কৃষ্ণা—শুধু তোর মুখ চেয়ে—দাদার উঁচু মাথার দিকে তাকিয়ে—যেন হেঁট না হয়। ভেবে ছাখ, কোথাকার কে এক অনাত্মীয় আর্টিষ্টকে মাথায় তুলে রেখেছিস—সর্বক্ষণ সে তোর কাছে কাছে রয়েছে। পথে ঘাটে যখন যেখানে যাস—লোকে দেখেছে—সে তোর সঙ্গে ছায়ার মতো থাকে।

লোককে বলার সুযোগ তোরাই দিয়েছিস্। এখন কান্নার সময় নয়, প্রতিকার কর—নৈলে সর্বনাশ হয়ে যাবে !

[পাশের ঘরে বিমলাপ্রসাদ ও কমলাপ্রসাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

কমলাপ্রসাদ—(নেপথ্যে) হ্যাঁ, লোকে এই সব বলছে—

বিমলাপ্রসাদ—(নেপথ্যে) কান না দিলেই পার—

[নেপথ্যের বাদানুবাদ কান পেতে শুনছিল রেবা]

রেবা—(ত্রস্ত হয়ে) সর্বনাশের আর বাকী কি ? নিশ্চয়ই ঠাকুরপো ওঁর কাছে এই সব কথা বলছেন। ঐ শোনো—

[কৃষ্ণার হাত চেপে ধরে সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে]

বিমলাপ্রসাদ—(নেপথ্যে) ব্যস্ যথেষ্ট হয়েছে—থাক !

রেবা—(আর্তস্বরে) ভগবান— !

বিমলাপ্রসাদ—(নেপথ্যে) আর না— !

[নেপথ্যের কণ্ঠস্বর নিকটবর্তী মনে হয়]

রেবা—(চাপা উত্তেজনায়) ওঁরা আসছেন এই ঘরে। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কৃষ্ণা—তাই চল (অন্য দরজার দিকে দ্রুত এগিয়েই রেবা থেমে যায়)

রেবা—কিন্তু কেন ? কি অন্যায় করেছি যে এমন করে পালিয়ে যাব ?

[রেবা ঘুরে দাঁড়ায়। বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে বিমলাপ্রসাদ ও কমলাপ্রসাদের প্রবেশ। রেবা ছুটে গিয়ে বিমলাপ্রসাদের বুকে আছড়ে পড়লো।]

রেবা—ওগো শুনেছো ?

বিমলাপ্রসাদ—বৌ ! (দু'হাতে প্রশস্ত বুকে চেপে ধরে) ভয় কি ? আমি বিশ্বাস করিনি। (কমলাপ্রসাদকে) ক্ষান্ত দাও কমল। আর কোন কথা নয়। ইতিমধ্যেই তোমার বৌদি যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন।

[কিছুক্ষণ চুপচাপ। রেবাকে বুকে ধরে বিমলাপ্রসাদ সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছেন।]

কমলাপ্রসাদ—আমি কি করবো, লোকে যা বলছে সেইটুকু তোমায় শুনিয়ে দিচ্ছি।

বিমলাপ্রসাদ—সে তো আরও খারাপ! কুৎসার 'হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস !'

কমলাপ্রসাদ—হয়তো তাই !

বিমলাপ্রসাদ—(দৃপ্তকণ্ঠে) হয়ত নয় ! সেইটাই।

কমলাপ্রসাদ—(অধৈর্য হয়ে) অন্ততঃ লোকে কি বলছে তাতো কান পেতে শুনবে !

বিমলাপ্রসাদ—সে তো কুৎসা—মিথ্যাচার—নোংরামী !

কমলাপ্রসাদ—সবটা না শুনেই—?

বিমলাপ্রসাদ—যথেষ্ট শুনিয়েছ। এরপরে আরও কিছু বাকি আছে বলে মনে করি না !

[কিছুক্ষণ চুপচাপ]

কমলাপ্রসাদ—তুমি সাংঘাতিক ভুল করছো দাদা।

বিমলাপ্রসাদ—ঠিক করছি। ভগবানের দোহাই—আমার শোবার ঘরের বিছানায় রাস্তার কাদা পা নিয়ে উঠো না!

কৃষ্ণা—(দরজার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে) অরূপ আসছে।

[বিমলাপ্রসাদের বুক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে রেবা এক ধারে সন্ত্রস্ত হয়ে সরে দাঁড়ায়।

অরূপের প্রবেশ। স্নান করেছে। ও এসে দাঁড়াতেই রেবার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বিমলাপ্রসাদ অন্যদিকে তাকান, বিরক্তি ভরে কমলাপ্রসাদ কৃষ্ণার চোখের দিকে তাকালেন। ঘর নিস্তব্ধ। অরূপ কিছু না বুঝতে পেরে সবাইকার দিকে তাকায়]

অরূপ—কি ব্যাপার—? সব চুপচাপ—মুখে কারো কথা নেই?

[মাধবের প্রবেশ। অরূপের সমবয়সী, বুশশার্ট আর প্যান্ট পরনে, বেশ খোলা ভোলা ছেলেটি, হাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ।]

মাধব—বাঃ! সবাই আছেন দেখতে পাচ্ছি। (রেবার কাছে এগিয়ে) এই যে রাঙামামী—ফুল আনার ভার দিয়েছিলেন আমার ওপর। দেখুন কি জিনিষ এনেছি। নিন—

[যন্ত্র চালিতের মতো নেয় রেবা। ফুলগুলি যেন গুরুভার বোধ হচ্ছে—হাত কাঁপছে—অরূপ এসে রেবার ভার লাঘবের জন্য হাত বাড়ায়, রেবা ইতস্ততঃ করে। কৃষ্ণা এসে অরূপের হাত সরিয়ে ফুলগুলি তুলে নেয়, 'ফ্লাওয়ার ভাসে' রেখে আসে।]

অরূপ (রেবার পানে তাকিয়ে) বৌঠানের কি হয়েছে?

বিমলাপ্রসাদ—কিচ্ছু হয় নি—

অরূপ—(একইভাবে চেয়ে থেকে) সারা মুখে যেন রক্ত নেই।
কেমন যেন ফ্যাকাশে।

বিমলাপ্রসাদ—(বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে) ওঁর সম্বন্ধে অতটা উতলা
না হলেও চলবে তোমার।

[অরূপ চমকে উঠে বিমলাপ্রসাদের দিকে তাকায়। চোখাচোখি হতেই দুজনে চোখ হতেই নামিয়ে নেন। মাধব কৃষ্ণার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

মাধব—(কৃষ্ণাকে অনুচ্চস্বরে) ছোকরা একটি আস্ত উন্মাদ!
রাঙামামীর নামে একটু ঠাট্টা করেছি—ব্যস আমায় মেরে
বসে আর কি।

[কৃষ্ণা ওকে থামা দিয়ে চুপ করায়]

অরূপ—(বিমলাপ্রসাদের কাছে গিয়ে) বিমলদা—আমি ভেবে
দেখলাম, আপনার ও চাকরী আমার নেওয়া চলে না!

বিমলাপ্রসাদ—(সবিস্ময়ে) কেন?

অরূপ—কারণ আমি নিতান্তই অপদার্থ! তাছাড়া এখানকার
আবহাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না—বাইরে কোথাও চলে যাব।

কমলাপ্রসাদ—খুব বিবেচকের মতো কথা!

মাধব—(এগিয়ে এসে) 'এ্যাণ্ড হি ইজ এ রিয়েল আর্টিষ্ট'।
ট্রাম, বাস আর ষ্টিমরোলারের হট্টগোলে মন টিঁকবে কেন?

বিমলাপ্রসাদ—এই কারণেই তুমি দেশছাড়া হতে চাইছো?

কমলাপ্রসাদ—(দাদাকে) যাক না! সহরের আবহাওয়া কারো
যদি বরদাস্ত না হয়—

মাধব—হঁ্যা! 'হরিবল্' !

কমলাপ্রসাদ—বরং বাইরে কোথাও যাবার জন্যে যদি কিছু টাকা লাগে তো আমরা না হয়—

অরূপ—(কমলাপ্রসাদকে থামা দিয়ে ঘৃণাভরে) কমলদা, আমি কুৎসা রটাই না—আর হাত পেতে কারো দানও নিইনা! (অল্পক্ষণের নীরবতা) আমায় চলে যেতেই হবে। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। (বিমলাপ্রসাদকে) আমায় ক্ষমা করবেন। (খুব বিচলিত ভাবে তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করে) আমি—আমি—যাচ্ছি—

[ওকে দু'হাতে তুলে শক্ত করে ধরেন বিমলাপ্রসাদ]

বিমলাপ্রসাদ—(আদেশের সুরে) তোমায় আবার বলছি অরূপ, এর পরে যেন না এই পাগলামীর কথা আর শুনতে হয়!

কমলাপ্রসাদ—(এগিয়ে এসে) আমি বুঝিনা, ওকে বাধা দিয়ে কি লাভ ?

বিমলাপ্রসাদ—তুমি কথা কোয়োনা কমল! এই সৃষ্টিছাড়া ছেলের বিচিত্র খেয়ালে আমি আমার কর্তব্য দায়িত্ব সব কিছু তো আর জলাঞ্জলি দিতে পারি না। লোকে কী বলছে না বলছে—তাদের মর্জি মতো আমায় চলতে বলো তুমি ? আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা কি সব লোপ পেয়েছে ?

[সতীশ চাকরের প্রবেশ]

সতীশ—বাবু, খাবার সাজানো হয়ে গেছে।

বিমলাপ্রসাদ—যাচ্ছি যাও!

[সতীশের প্রস্থান]

অরূপ—(অনুনয়ের সুরে) বিমলদা, আমায় মাপ করুন, আমি যাই !

বিমলাপ্রসাদ—(গম্ভীর সুরে) কথা বাড়িও না অরূপ। যাও দেখি তুমি, কতদূর সাহস—

[অরূপের মাথা হেঁট হয়ে আসে]

বিমলাপ্রসাদ—বৌমা, মাধব, তোমরা এগিয়ে গিয়ে ছাখ, সব ঠিক হয়েছে কিনা—

[কমলাপ্রসাদ, কৃষ্ণা ও মাধবের প্রস্থান। রেবা সন্তর্পনে চলে যেতে যাবে, বিমলাপ্রসাদ ওকে হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দেন, পরে অরূপের দিকে এগিয়ে যান]

বিমলাপ্রসাদ—সারা দুপুর রান্নার ধকল গেছে তোমার বোঠানের, তাই বোধ হয় মাথাটা ঘুরে উঠেছিলো, এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো তো। আমি কাগজপত্র গুছিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

অরূপ—(রেবার দিকে দ্বিধা ভরে এগিয়ে) বো'ঠান—

রেবা—(উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে) তুমি আর এখানে থেকোনা অরূপ—তুমি আর এখানে থেকোনা—

পট নেমে এলো।

তৃতীয় দৃশ্য

[অরূপের তরুণ-বয়সী ছাত্র নিশীথের বাড়ীর নীচুতলার ঘর। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে। ঘরের মাঝামাঝি একখানা নড়বড়ে টেবিলের পাশে দুখানি চেয়ার ও একটী টুল। ঘরের কোণের দেয়ালে ঠেস্ দেওয়া একটী ছবির স্ট্যাণ্ড এবং তার তলায় ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম অযত্নে গাদা করা। ডানদিকের দেয়ালে একটি দরজায় চট ঝুলছে। এই ঘরের সংলগ্ন একটি ঘর সেখানে।

সময় বেলা প্রায় দুপুর। এই ঘরে নিশীথ কমলাপ্রসাদ ও বিমলা-প্রসাদকে সদ্য নিয়ে এসেছে। ওঁরা দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন, বিমলাপ্রসাদকে বেশ বিচলিত এবং বিমর্ষ দেখা যায়। কমলাপ্রসাদ চিন্তাকুল]

নিশীথ—কতো করে বললাম—চলুন ওপরে থাকবেন—মেয়েরা যখন কেউ নেই—ঘর খালি রয়েছে—উনি কোন কথাই শুনলেন না।

বিমলাপ্রসাদ—হুঁ!

নিশীথ—আমি বলেছি, দাদারাও বলেছেন—এই বিশ্রী ড্যাম্প-ঘর—বসা ছবি আঁকা এই ঘরেই—

বিমলাপ্রসাদ—শোয় কোথায়—?

নিশীথ—ঐ ছোট্ট ঘরের তক্তাপোষে—(চটের পর্দা সরিয়ে দেখায়)

বিমলাপ্রসাদ—হুঁ! আর খাওয়া দাওয়া?

নিশীথ—ছ'বেলা বাইরে থেকে খেয়ে আসেন। (একটু থেমে) আমি বলেছিলাম, আমাদের তিন ভাইয়ের জন্যে রাঁধতে তো হয়ই—সেই সঙ্গে না হয় আপনারও হয়ে যাবে— তা শোনেন কৈ ?

কমলাপ্রসাদ—বাড়ীর মেয়েরা এখন কোথায় ?

নিশীথ—দেশে গেছেন—আরামবাগে ! ওখানে এই সময় খুব বড় উৎসব হয়। ঠিক আমাদের বাড়ীর পাশেই মস্ত মেলা বসে—খুব ধুমধাম। আমরা শীগ্‌গির যাবো। অরূপদাকে এতো করে বলছি— চলুন। তা উনি এদেশেই থাকছেন না– (হঠাৎ লজ্জিত ভাবে) আপনারা দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন। (চেয়ার দুখানি টেনে দেয়)

কমলাপ্রসাদ—থাক, থাক—তুমি ব্যস্ত হয়োনা—

বিমলাপ্রসাদ—কিন্তু অরূপ কি শীগ্‌গির ফিরবে ?

নিশীথ—অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন—ফেরবার সময় হয়ে গেছে। আপনারা একটু বসুন—চা করে আনছি।

কমলাপ্রসাদ—না থাক। এতো বেলায় আর চায়ের দরকার নেই, ব্যস্ত হয়ো না।

নিশীথ—(কিন্তু কিন্তু করে) দেখুন ভাত চড়িয়ে এসেছি, পাশের ঘরেই রইলাম, কোনো দরকার হলেই ডাকবেন—

(প্রস্থান)

বিমলাপ্রসাদ—(আক্ষেপের সুরে) শেষে এখানে এসে উঠলে অরূপ। এঘরে কি মানুষ থাকতে পারে—ওর মতো সুখী

মানুষ ! এক গ্লাস জল গড়িয়ে না দিলে যার তেষ্টার কথা মনে থাকে না।

কমলাপ্রসাদ—তুমি কি করতে পারো ? ওর অদৃষ্ট।

বিমলাপ্রসাদ—অদৃষ্টের দোহাই দিওনা কমল। সোজা কথায় বলা চলে যে—ওকে আমাদের ওখান থেকে তাড়ানো হয়েছে—তাহলে অন্ততঃ সত্যি কথা বলা হবে !

কমলাপ্রসাদ—তা যদি বলো তো কোন কথাই নেই। কিন্তু সেজন্যে দায়ী করতে চাও কাকে ? আমাকে ?

বিমলাপ্রসাদ—হ্যাঁ, কতকটা তো বটেই !

কমলাপ্রসাদ—কি রকম ?

বিমলাপ্রসাদ—এর উদ্যোগ-পর্বের সূত্রধর তুমিই। আর দায়ী সেই পাষণ্ডেরা, যারা কুৎসার সৃষ্টি করে।

কমলাপ্রসাদ—(ক্ষুব্ধ হয়ে) আমি জানি—তুমি আর কারো দোষ দেখতে পাবেনা !

বিমলাপ্রসাদ—কে বললে ? (জোর দিয়ে) কিন্তু ওর এই চলে আসার জন্যে আমিই সবচেয়ে বেশী দায়ী। (উত্তেজিত হয়ে) আমিই ওকে এই অন্ধকূপে নির্বাসন দিয়েছি। তুমি জান, আজ আমি কার দয়ায় দাঁড়িয়ে আছি ?

কমলাপ্রসাদ—অযথা বার বার নিজেকে তুচ্ছ করোনা দাদা। আর কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা সীমা থাকা উচিত। তারজন্যে নিজের মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি কোন মতেই খোয়ানো চলেনা। অরূপ চলে এসেছে নিজের খুসীতে।

কেউ যদি নিজেকে জোর করে দুঃখ দেয়, তুমি পারো ঠেকাতে ?

বিমলাপ্রসাদ—(সবিস্ময়ে) নিজেকে জোর করে দুঃখ দেয় মানুষ ?

কমলাপ্রসাদ—দেয়। এক একজনের স্বভাবই ওই। নইলে সে না হয় আমাদের বাড়ীতে না-ই রইলো, ল্যাবরেটারীর চাকরীটা নিয়ে অন্যত্র স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারতো।

বিমলাপ্রসাদ—তোমার চোখ নেই কমল—তাই দেখতে পাওনি সে যে কি দুঃখে আর অভিমানে আমাদের সকল সংস্রব ছেড়ে চলে এসেছে—আমার কাছে কোন রকম সাহায্যের প্রত্যাশী সে নয়। কোন দুঃখকে সে দুঃখ বলে মানবেনা বলেই পণ করেছে। সংসারে সব মানুষ তোমার মতো হিসেবী নয় কমল।

কমলাপ্রসাদ—যাই বলো দাদা—এর পরে তুমি বুঝতে পারবে ওর এই চলে আসাটা সংসারের পক্ষে কতখানি মঙ্গলের কারণ হয়েছে। হাজার হোক সে পর। একদিন যেতোই। এর জন্যে তুমি নিজেকে এতখানি দুঃখ দিচ্ছ কেন ভেবে পাইনা ! কি চেহারা হয়েছে তোমার লক্ষ্য করেছো কি ? এই ক'দিনে যেন বুড়িয়ে গেছো।

[উন্মনা বিমলাপ্রসাদ অন্যদিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ উৎসুক দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকান]

বিমলাপ্রসাদ—আচ্ছা কমল বলোতো—যদি শেষ পর্যন্ত

জোর করে বাধা দিতাম—তাহলে কি ও এমন ভাবে চলে আসতে পারতো ?

কমলাপ্রসাদ—ও ছেলে সব পারে।

বিমলাপ্রসাদ—(প্রায় চেঁচিয়ে) না, আসতে পারতো না। তুমি জান, কেন ও চলে আসতে পারলো ?

বিমলাপ্রসাদ—(অবাক হয়ে) কেন ?

বিমলাপ্রসাদ—(অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে) ও যখন চলে আসছে আমার হঠাৎ মনে হলো—যাচ্ছে যাক—আপদ বিদায় হোক। আর যেন না আসে !

কমলাপ্রসাদ—(অবাক হয়ে) কিন্তু আমরা তো শুনলাম তুমি—

বিমলাপ্রসাদ—হ্যাঁ, মুখের কথায় চেঁচিয়ে বলেছিলাম—অরূপ যেওনা থাকো—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মন বলে উঠেছিলো খবর্দার ! আর এ মুখো হয়ো না কোনদিন (থামেন) বুঝলে কমল—আমি এত দূর 'হিপোক্রিট' !

কমলাপ্রসাদ—(স্তম্ভিত হয়ে) দাদা !

বিমলাপ্রসাদ—উঃ কুৎসার কি অব্যর্থ লক্ষ্য—ঠিক বুকে এসে বিঁধেছে।

কমলাপ্রসাদ—দাদা ! তুমি কি সব বলছো ?

বিমলপ্রসাদ—ঠিক বলছি—এ আমার অন্তরের কথা। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই। তাই তোমার কাছে মনটাকে মেলে ধরছি—বলবো আর কার কাছে ? বুকটা একটু হাল্কা হোক [ঘরময় স্তব্ধতা। আর্ত আহত দৃষ্টিতে

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে] বুঝলে কমল—আমি মনের কোণে এমন আশঙ্কা পালন করে চলেছি যাকে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করিনে। দুনিয়াকে জোর গলায় জানাচ্ছি ওরা মিথ্যুক—কুৎসা রটনা করাই ওদের কাজ! আর সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আশঙ্কা জাগছে যদি না মিথ্যে হয়—শেষ পর্যন্ত যদি সত্যিই—তাহলে?

[আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। কমলাপ্রসাদ ভয় পেয়ে দাদাকে নাড়া দেয়]

কমলাপ্রসাদ—দাদা—

বিমলাপ্রসাদ—(করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) আমার মনে একতিল শান্তি নেই কমল। তোমার বৌদির কাছেও আমি অপরাধী। আমি তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পাইনা। দুজনের মাঝখানে বিরাট একটা পাঁচিল। বেশ বুঝতে পারছি আমি একপা একপা করে হটে যাচ্ছি। আর সে—সে আসছে এগিয়ে। আজ যা মিথ্যে কাল তা সত্যি হবে না—এমন কি কোন কথা আছে? (পরক্ষণেই দারুণ লজ্জিত হয়ে) না না না ছিঃ! তা হয়না, হতে পারেনা—এ আমার মিথ্যে সন্দেহ। এ আমি কোথায় নেমে আসছি—কোথায়—?

কমলাপ্রসাদ—দাদা, এ ভাবে আর কিছুদিন চললে তুমি পাগল হয়ে যাবে। (মিনতি পূর্ণ কণ্ঠে) আমার একটি

কথা রাখো—অনুরোধ—অরূপ বাইরে যাচ্ছে যাক।
ওকে বাধা দিও না।

বিমলাপ্রসাদ—কমল, তোমার বৌদির চোখে আমায় কি আরও হীন প্রতিপন্ন করতে চাও? নিষ্ঠুর, নীচ আর ঈর্ষাতুর? আমার স্ত্রীর বেদনাতুর মন ওই হতভাগ্য নির্বাসিতের পিছু পিছু কেঁদে বেড়াবে—না-না-না এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না! তুমি জাননা ওই চোখের কোণে সেই কান্নার এক ফোঁটা আভাস যদি কোনদিন পাই—তাহলে আমি তার গলা টিপে ধরবো—খুন করে ফেলবো—

[বিমলাপ্রসাদের চোখে মুখে সর্বাঙ্গে দারুণ হিংস্র ভাব ফুটে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। সাময়িক উত্তেজনার ঘোর কাটিয়ে বিমলাপ্রসাদ প্রকৃতিস্থ হবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন।]

কমলাপ্রসাদ—(ভয়ার্তকণ্ঠে) দাদা—দাদা—

বিমলাপ্রসাদ—যেমন করে হোক—ওর বিদেশে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে।

[মাধবের প্রবেশ]

মাধব—কি ব্যাপার? আপনারা এখানে? অরূপের কাণ্ড শুনেছেন তো?

কমলাপ্রসাদ—কি হয়েছে?

মাধব—ওকে আজই এখান থেকে সরাতে হবে। 'ইটস্ এ ম্যাটার অফ্ লাইফ এ্যাণ্ড ডেথ'। ও যদি বাঁচতে চায় তো এক্ষুনি চলে যায় যেন। নইলে ওরা জান নিয়ে নেবে।

কমলাপ্রসাদ—জান্ নিয়ে নেবে? কারা?

মাধব—(অবাক হয়ে) আপনারা শোনেন নি? 'হাউ স্ট্রেঞ্জ।' সাংঘাতিক ব্যাপার!

বিমলাপ্রসাদ—আবার কি সাংঘাতিক কাণ্ড বাধালো অরূপ?

মাধব—সে এক 'স্ক্যাণ্ডালাস' ব্যাপার। ঐ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেকে নিয়ে আর পারা যায় না। খুব বরাত জোর—তাই কাঁচামাথাটি নিয়ে ফিরে এসেছে।

বিমলাপ্রসাদ—ব্যাপারটা কি ছাই খুলে বলোনা?

মাধব—নেকড়ে পালিতের ছেলে বাঘাকে ও পাগলের মতো ঘুষিয়ে নাক মুখ 'ফ্র্যাকচার' করে দিয়েছে। ওকে পাকড়াবার জন্যে নেকড়ে পালিত হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কমলাপ্রসাদ—(ত্রস্ত কণ্ঠে) কি সর্বনাশ! তারা তো বাপ ব্যাটায় এক একজন খুনে ডাকাত। দাঙ্গার সময় দলবল নিয়ে কি কাণ্ডই না করেছিলো। কথায় কথায় বন্দুক, পিস্তল, স্টেনগান বের করে।

বিমলাপ্রসাদ—অরূপের মতো নির্বিরোধী ছেলে হঠাৎ রক্তারক্তি কাণ্ড বাধালো! হয়েছিলো কি?

মাধব—এমনি। ঝণ্টুবাবুদের বাড়ী ‘ক্লাসের’ আড্ডা বসে প্রায় রাত ন’টা নাগাদ। তখনও খেলা সুরু হয়নি—বাঘা বসেছিলো। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে কি সব ঠাট্টা ইয়ার্কি চলছিল ওদের ‘এ্যাজ্ ইউজুয়াল’ যা চলে থাকে। এমন সময় অরূপবাবু সেখানে হাজির হলেন।

বিমলাপ্রসাদ—(আশ্চর্য হয়ে) ক্লাসের আড্ডায় অরূপ ?

কমলাপ্রসাদ—আজকাল সুরু করেছে নাকি ?

মাধব—না, ও গেছে মিঃ সেনকে খুঁজতে। ব্যাঙ্গালোরে এক আলাপীর কাছে একখানা ‘ইনট্রোডাকসন্ লেটার’ দেবার কথা ছিলো তাঁর। তা সেন তখনও পৌছন নি। এদিকে বাঘাদের পুরোদমে ঠাট্টা ইয়ার্কী চলছে। ‘হাউ সিলি’! সেন সাহেব নেই যখন—তখন তুই চলে আয়—তা নয় বাবু বসে রইলেন।

বিমলাপ্রাসদ—(অধৈর্য হয়ে) তারপর— ?

মাধব—তারপর আর কি ? বাঘা তো চেনে অরূপকে। হাসি ঠাট্টার মাঝখানে ‘সামথিং’ বেফাঁস বলে ফেলেছে! ব্যস আর যায় কোথায়! (ঘুষি পাকিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে) পাগলার মতো অরূপ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ‘এ্যাট র‍্যাণ্ডাম’—ঘুষি চালায়। বাঘার মুখখানা যাকে বলে ‘ডিসফিগার্ড’—এমনি সময় মিঃ সেন এসে পড়েছিলেন। খুব ‘ট্যাক্টফুলি’ অরূপকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে নিজে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যান। নইলে—বাছাধনকে আর ফিরতে হতো না।

কমলাপ্রসাদ—কিন্তু কি এমন কথা—যা শুনে অরূপের মতো ছেলে ক্ষেপে যায় ?

মাধব—সে সব শুনে আর কাজ নেই মামাবাবু—অত্যন্ত 'ডার্টি' !

বিমলাপ্রসাদ—এ ব্যাপারে তোমাদের বিতৃষ্ণা করে থেকে মাধব ? (দৃঢ়তার সঙ্গে) বলো তুমি—আমি শুনবো।

মাধব—(হাত জোড় করে—তিন পা পিছিয়ে) 'এক্সকিউজ মি' মামাবাবু ! আপনারা গুরুজন ! প্রাণ গেলেও সে সব কথা আপনাদের সামনে উচ্চারণ করতে পারবো না। 'হরিবল্' (একটু থেমে) আপনারা অরূপের 'ওয়েল উইশার'। এখন উচিত হচ্ছে—ওকে 'বাই এনি মিন্স' এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া—আজই ! ওরা বড় 'ডেঞ্জারাস, চান্স' পেলেই ওকে 'ফিনিস্' করে দেবে। বিশেষ করে তো ওদের 'রিং-লীডার'—ঐ নেকড়ে পালিত ! (কমলাপ্রসাদকে) তার চোখ দুটো দেখেছেন তো— এমনিতেই লাল—আজ দেখি জবাফুলের মতো টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে। আমার দিকে এমন করে তাকালো যে, ভয়ে বুকটা দুরদুর করছে এখনো ! আর যা খিস্তি-খেউড় করে বেড়াচ্ছে যে কানে আঙুল দিতে হয়। পাড়াটা সত্যিই 'ন্যুইসেন্স' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিমলাপ্রসাদ—(হঠাৎ এগিয়ে এসে) সেই ইতর জানোয়ারটার সঙ্গে তোমার কতক্ষণ আগে দেখা হয়েছে মাধব ? কোনখানে ?

মাধব—এই তো যখন আসছিলাম। এই গলির মোড়ে।

বিমলাপ্রসাদ—(দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) কমল আমি চললাম—

[দরজার বাইরে চলে গেলেন। কমলাপ্রসাদ পিছনে এগোন]

কমলাপ্রসাদ—দাদা, কোথায় যাচ্ছো ? দাঁড়াও—আমিও যাব !

[ওঁরা দুজনে চলে গেলেন। ওঁদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে মাধব একটু হেসে পায়চারী করতে লাগলো।]

মাধব—বুঝে নিয়েছেন ঠিকই। না বোঝার কি আছে ? জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু গেলেন কোথায় তেড়েফুঁড়ে ! থানায় ! বড় বয়েই গেছে তাদের—কে কোথায় কার নামে 'স্ক্যাণ্ডাল' করছে তাদের মুখ বন্ধ করাতে। আরে বাবা এ তল্লাটের টিকটিকিটা অবধি টক্‌টক্‌ করে ঐ কেচ্ছার জাবর কাটছে ! (একটু থেমে) আর কত বড় 'ইডিয়েট' ঐ অরূপ— সহরের সেরা সেরা বদমাসরা যাকে গুরুর মতো মান্য করে—তারই ছেলে বাঘা—যাকে বলে বাঘের বাচ্চা—তাকে ধাঁ করে মেরে বসলি ! এখন ঠ্যালা সামলাও ! ওরে 'ফুল্‌' পাড়ার কোন মেয়ে বৌকে ওরা রেহাই দেয় তাতো আমার জানা নেই। তাছাড়া 'ইটস্‌ এ জেন্মুইন কেস'। তুমি বাবা 'সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিংকিং ওয়াটার' আর লোকে বললেই মহাভারত অশুদ্ধ ! কাল রাত্তিরে না হয় সেন সাহেব ম্যানেজ করেছেন—

[হঠাৎ নজর পড়তেই ঘরের মেঝে থেকে একটা পাকানো কাগজ খুলে দেখছে বেশ এক মনে—অরূপের প্রবেশ। সর্বশরীরে একটি উদাসীন রুক্ষ ভাব]

অরূপ—মাধব—কতক্ষণ ?

মাধব—'জাষ্ট এ ফিউ মিনিটস্' (হাতের কাগজখানি দেখিয়ে মুচকে হেসে) তা এমন ছবি খানা 'ফিনিস্' না করেই ফেলে দেয় ?

অরূপ—(এক নজরে দেখে) ও এমনি !

মাধব—'জাষ্ট এ ফাইন স্কেচ'। কয়েকটি 'স্লাইট' পেন্সিলের আঁচড়েই রাঙামামীর 'প্রোফাইল' যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'হোয়াই ডোণ্ট ইউ ফিনিস্ ইট' ?

অরূপ—তার জন্যে তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি ?

মাধব—কি যে বলো ? তোমার কাছে 'এক্সপ্লানেশন কল' করবো আমি ? (একটু থেমে) আমি এসেছিলাম—'জাষ্ট ফর এ লিটিল বিজনেস্'।

অরূপ—কি ব্যাপার ?

মাধব—'পোর্ট্রেট' আঁকায় তোমার হাত আছে। 'টু-পাইস' পকেটে আসে পছন্দ করো ?

অরূপ—আপত্তি কি ?

মাধব—'ভেরী গুড।' তাহলে কিন্তু বাইরে যেতে হবে।

অরূপ—কোথায় শুনি ?

মাধব—সিমলে—'ফাইন' জায়গা—'হিল-ষ্টেশন'।

অরূপ—তাই নাকি? কবে?

মাধব—'হোয়াই নট টো-ডে'? আজ রাত্রেই।

অরূপ—কার 'পোট্রে'ট আঁকতে হবে শুনি?

মাধব—ওদিককার এক 'এক্স-রাণীসাহেবা'র ষ্টেটের ম্যানেজার আমার 'বুজম্ ফ্রেণ্ড'। আজ রাত্রেই 'ক্যালকাটা লিভ' করছেন। কোন 'পোট্রে'ট আর্টিষ্ট'কে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। এই তো 'সিজন্, মিলিওনেয়ার মাল্টিমিলিওনেয়ার'দের ভিড়। লম্বা ছুটিতে বড় বড় 'অফসররা'ও জমেছেন। অগাধ সময়। ভাল 'পোট্রে'ট-আর্টিষ্টের' দারুণ 'ডিমাণ্ড'। 'আই হ্যাভ অলরেডি প্রপোস্ড্ ইওর নেম'!

অরূপ—কার ছবি আঁকা হবে—তাই ঠিক হয়নি?

মাধব—'হাউ অ্যাবসার্ড'! তুমি রইলে এখানে—চলো সেখানে তবে তো কাজের ব্যবস্থা হবে। 'গ্যারাণ্টি' দিচ্ছি কাজের অভাব হবে না। তা ছাড়া তোফা আরামসে থাকবে রাণী-সাহেবার 'গেষ্ট' হয়ে রাজার হালে!

অরূপ—মাপ করো ভাই—! কোনো আশ্রয়েই আর রাজার হালে থাকতে রুচি নেই। তুমি বরং অন্য কাউকে দেখ—

[নিশীথের প্রবেশ]

নিশীথ—অরূপদা! এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বিশেষ দরকার।

অরূপ—(খুব অবাক হয়ে) ভদ্রমহিলা ?

মাধব—কি রকম দেখতে ?

নিশীথ—অতো লক্ষ্য করিনি। ঘোমটার আড়াল থেকে কথা কইছিলেন। বারান্দায় অপেক্ষা করছেন।

অরূপ—এখানে আসতে কি তাঁর কোন অসুবিধে আছে ?

নিশীথ—বোধ হয় না—কিন্তু (মাধবের দিকে তাকায়)

মাধব—(বুঝতে পেরে হেসে) 'ও-কে।' (প্রস্থান)

অরূপ—(দরজার দিকে তাকিয়ে) ভদ্রমহিলা ?

[অবগুণ্ঠনাবৃতা রেবার প্রবেশ। অরূপ প্রথমটায় চিনতে পারেনি যতক্ষণ না ঘোমটা খোলে]

অরূপ—আসুন। (চিনতে পেরেই) তুমি !

[রেবা উত্তেজনায় কাঁপছে]

রেবা—হ্যাঁ আমি।

অরূপ—কি মনে করে ?

রেবা—কিছুতেই আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। খুব অশ্লীল হয়ে গেছে, না ? এ ভাবে চলে এসেছি !

অরূপ—(এগিয়ে গিয়ে) বোসো। ও ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে। আগে বোসো তুমি। সর্বশরীর কাঁপছে তোমার !

রেবা—এ ঘরে ঢুকেই হঠাৎ মনে হলো, ছি ছি করলাম কি ! কাউকে না বলে চুপি চুপি চলে আসাটা—না এলেই যেন ভালো হতো।

অরূপ—(ক্ষুণ্ণ হয়ে) তাহলে কেন এলে বো'ঠান কি, প্রয়োজন ছিলো ? চলো তোমায় এখুনি পৌঁছে দিয়ে আসি।

রেবা—(চমকে উঠে) পৌঁছে দিয়ে আসবে আমায়—তুমি ! না—না—ওরা সবাই দেখে ফেলবে—না—না—

অরূপ—বেশ, তাহলে না হয় একখানা গাড়ী ডেকে দিচ্ছি—তুমি একাই চলে যাও।

রেবা—না থাক। দরকার নেই ! এসেই যখন পড়েছি, ঠিক চলে যাব—যেমন চুপিসারে এলুম—ঠিক তেমনি করে। (খোলা দরজার দিকে নজর পড়তেই আঁৎকে উঠে) ওকি ! দরজা অমন খোলা কেন ? বন্ধ করো, বন্ধ করো—চেপে বন্ধ করে দাও !

[যন্ত্র চালিতের মতো অরূপ দরজার পাল্লাদুটো ভেজিয়ে দেয়। রেবা ছুটে এসে খিলে হাত দেয়]

রেবা—খিল দাও, খিল (নিজেই খিল দেয়)। ওদের চারিদিকে চোখ, ওরা কেবলই সন্ধান করছে—এক জায়গায় আমাদের দুজনকে খুঁজছে !

অরূপ—স্থির হয়ে বসো বো'ঠান। থেকে থেকে অমন উত্তেজিত হয়ে উঠছো কেন ?

রেবা—মনটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে ভাই—কিছু মনে করোনা ! (শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে) এই সেদিন অবধি সবাইকার সামনে দিয়ে দুজনে এক সঙ্গে চলাফেরা করেছি মাথা উঁচু করে—আর এরি মধ্যে কি যেন হয়ে গেলো !

আজ তোমার কাছে আসতে—সামনে দাঁড়াতে—কেমন যেন ভয় করছে। তোমার কথা ভাবতেও—

অরূপ—(অপলকে মুখের পানে তাকিয়ে) মনটা তোমার ঘৃণায় কুঁকড়ে ওঠে—না বৌঠান ?

রেবা—(অরূপের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে) ছিঃ অরূপ! তোমায় ঘৃণা করবো আমি! কোন অপরাধে ? তুমি যে কতোখানি ভাল—একথা আমার চেয়ে কে বেশী জানে ?

অরূপ—কিন্তু বৌঠান—তবু আমি ক্ষমার যোগ্য নই। তোমাদের সুখের ঘরে যে আগুন জ্বালিয়ে এসেছি—তার দাহ যে কি মর্মান্তিক—চোখের ওপর জ্বলন্ত প্রমাণ তুমি। এই ক'দিনের মধ্যে যেন ঝলসে গেছো বৌঠান, চেনা যায় না! (একটু থেমে অন্যদিকে তাকিয়ে) দূর থেকে বিমলদাকে দেখলাম গতকাল। সদানন্দ মানুষটি কী নিদারুণ অন্তর্দাহে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছেন—এক নজরেই টের পাওয়া যায়! কেন ? কে এর জন্যে দায়ী ?

রেবা—তুমি নও অরূপ!

অরূপ—একথা তুমি বলছো বৌঠান। কিন্তু এই কুৎসা রটনার সুযোগ দিয়েছে কে বলো তো ? কে তোমাদের স্নেহ প্রীতি দাক্ষিণ্যের সবটুকু রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে পরগাছার মতো নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় আপনার আকাশচারী খেয়াল চরিতার্থ করে এসেছে ? সে তো এই আমি।

রেবা—তাতে তোমার দাবী আছে অরূপ।

৫

অরূপ—ও প্রসঙ্গ বার বার তুলে লাভ নেই বো'ঠান। বাবা বিমলদার জন্য যেটুকু করেছেন—সেটা তাঁর যোগ্যতার সমাদর। তার প্রতিদান আমার মতো অপাত্রে দিয়ে স্মৃতির ঋণ শোধ হয় না।

[বাইরে অস্পষ্ট গোলমালের শব্দ। রেবা কথার মধ্যে কান পেতে শুনে অরূপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।]

রেবা—চুপ্! কাছাকাছি কোথায় যেন চেনা গলা! শুনছো, তোমার দাদার গলা নয়? ঠিক সেই রকম। (খুব ভয় পেয়ে) অরূপ, যদি উনি এখানে এসে পড়েন?

অরূপ—যদি এসে পড়েন? আসুন না—। এ ঘরে তাঁর পায়ের ধুলো পড়লে আমি ধন্য হয়ে যাবো। বুঝবো, তিনি অন্ততঃ আমায় মার্জনা করেছেন। (একটু থেমে) তাছাড়া তুমি ওঁর সঙ্গে এখান থেকে নির্ভাবনায় বাড়ী ফিরতে পারবে।

(অরূপ এগিয়ে গিয়ে খিল খুলতে যায়)

রেবা—(দ্রুত গিয়ে হাত চেপে বাধা দিয়ে) ওকি—ওকি খুলোনা—আমি রয়েছি যে—সত্যি যদি এসে পড়েন?

অরূপ—তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছো বো'ঠান—হট্টগোল এ পাড়ায় লেগেই আছে। আর ও গলা বিমলদার নয়। এই বন্ধ ঘরে থাকাটা কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে—হাত ছাড়ো, খুলে দিই।

রেবা—তুমি কি পাগল হলে অরূপ! ঘরের ভেতর আমি রয়েছি

—আর কেউ ঢুকুক—দেখুক—এই তুমি চাও? উনি যদি সত্যিই এসে দেখেন—

অরূপ—সত্যিই খুশী হবো বো'ঠান! তোমার আমার সম্পর্কে এখনো কোন কলুষ স্পর্শ করেনি—সেটা ভাল করে প্রমাণ হয়ে যাবে।

রেবা—(ধীর অথচ দৃপ্ত স্বরে) তবুও খুলতে পাবেনা! আমি আর অল্পক্ষণ আছি—তারপর সারাক্ষণ খুলে রেখো। তোমার দাদার কাছ থেকে প্রাণভরে মার্জনা চেয়ে নিও—আগে আমি চলে যাই—তারপরে—(চেয়ারে এসে বসে) কতোক্ষণ এসেছি। এর মধ্যে আমার ফিরে যাওয়া উচিত ছিলো। ছুটির দিন—বাড়ীতে সবাই রয়েছেন। বুকটা যেন শুকিয়ে উঠেছে। একটু জল দেবে—?

[অরূপ তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল গড়িয়ে এনে দেয়। রেবা এক নিঃশ্বাসে পান করে।]

রেবা—আঃ! (অরূপের পানে তাকিয়ে, উঠে কাছে এসে) অরূপ! আমার একটা কথা রাখবে?

অরূপ—শুনি আগে।

রেবা—না, আগে বলো রাখবে!

অরূপ—কবে তোমার কথা রাখিনি বো'ঠান?

রেবা—নাঃ! তুমি ঠিক আগের মতোই আছো। এইটুকুই চেয়েছিলাম।

অরূপ—কি বলছিলে—বলো?

রেবা—তোমায় এখান থেকে চলে যেতে হবে অরূপ—আজই।

অরূপ—আজই! কেন বো'ঠান?

রেবা—না গেলেই নয় অরূপ—তুমি বুঝছো না।

অরূপ—চলে আমি যাবই বো'ঠান—কথা দিচ্ছি তোমায়, অনেক দূরে। আর ফিরে আসবো না! কিন্তু আজই কেন? কাজ যে একটু বাকী আছে।

রেবা—তোমায় দেশছাড়া করতে তাড়া দিইনি অরূপ! ভুল বুঝোনা আমায়! আমি শুধু বলতে এসেছিলাম—এই জঘন্য এলাকা থেকে আজই তুমি সরে যাও! যাওয়া তোমার বিশেষ দরকার।

অরূপ—জানোয়ারের ভয়ে শেষে আমায় প্রাণ নিয়ে পালাতে বলছো বো'ঠান?

রেবা—গোঁয়াতুর্মী করোনা অরূপ! ওরা সব করতে পারে। খুন পর্যন্ত করতে পারে। মস্ত বড় দল ওদের! দিনের আলো থাকতে থাকতে ওদের হাত থেকে পালিয়ে যাও—লক্ষ্মীটি! কথা রাখো—আর আমার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ো না!

অরূপ—মিথ্যে আতঙ্কিত হয়ে লাভ নেই। ভুল করছো, জানোয়ার যতোই হিংস্র হোক,—মানুষকে ভয় করে, ওদের দৌড় আমার জানা আছে।

রেবা—ভুল করছো তুমিই অরূপ—জানোনা—জখম-হওয়া-জানোয়ার সাপের চেয়েও সাংঘাতিক! (হঠাৎ অধীর উত্তেজনায়) কি দরকার ছিলো—কী দরকার ছিলো অমন

মাথা গরম করে রক্তপাত করার! আমার নামে কলঙ্ক কে না রটাচ্ছে—কে না উপভোগ করছে সেই রটনা? কেন—কেন তুমি বাহাদুরি করতে গেলে? কেন?

অরূপ—(ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) বাহাদুরি নয় বো'ঠান। তোমার নামে কেন—কোন ভদ্রমহিলার নামে ঐ ধরনের কুৎসিত মন্তব্য কোন মানুষ বরদাস্ত করতে পারেনা! তাছাড়া মুখের ওপর অতবড় অপমান সহ্য করে চলে আসবো—সে ছেলে আমি নই!

রেবা—(আবেগ উচ্ছল কণ্ঠে) না, না, অরূপ! তুমি ঠিক করেছো! ঠিক পৌরুষের পরিচয় দিয়েছো! গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে! কিন্তু এর জন্য কি মূল্য দিতে হবে—সেকথা ভেবে দেখছ না কেন? কেন অবুঝ হচ্ছো?

অরূপ—আমার প্রাণের আশঙ্কা আছে বলছো? ধরো ওরা যদি আমায় মেরেই ফেলে—তাতে কার কি এলো গেলো বো'ঠান? আমার জন্যে কাঁদবার কে আছে?

রেবা—অমন কথা মুখে এনো না অরূপ! দুশ্চিন্তায় কাল সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি যেন তোমার কোন অনিষ্ট না হয়। না, তোমায় এভাবে জীবন বিপন্ন করতে দেবো না। তোমায় আমার কথা শুনতেই হবে।

অরূপ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) মেয়েদের বড় কোমল প্রাণ। যে কোন হতভাগ্যের জন্যে নিরুপায় হয়ে দেবতার দোরে

দরবার করে—কিন্তু কাঁদে শুধু একজনের জন্যেই! যদি মারা যাই—আমার জন্যে কে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে বো'ঠান? সে ভাগ্য কি আমি করেছি?

রেবা—(বিচিত্র কণ্ঠে) অরূপ! (পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে)

অরূপ—(উন্মুখ প্রতীক্ষায়) বলো! (রেবার হাত ধরে)

[রেবা লজ্জায় লাল হয়ে হাত ছাড়িয়ে পেছিয়ে আসে]

রেবা—না, না, কিছু না!

[অরূপের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে আসে]

অরূপ—(কম্পিত কণ্ঠে) আমায় মাপ করো বো'ঠান—কি বলতে কি যেন বলেছি।

[কিছুক্ষণ চুপচাপ। ওরা দুজনে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ বাইরে থেকে কোলাহল শোনা যায়। রেবা ব্যস্ত হয়ে ওঠে]

রেবা—ওই—আবার যেন কাদের গলা—শুনতে পাচ্ছ—যেন এই দিকেই এগিয়ে আসছে—

[কান পেতে শুনে অরূপ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সংলগ্ন ঘরের চটের পর্দাটা তুলে ধরে]

অরূপ—বো'ঠান! তুমি চট করে এঘরে এসে বসো গে'!

রেবা—আমায় লুকোতে বলছো অরূপ?

[বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত। এগিয়ে গিয়ে খিলে হাত দেয় অরূপ]

অরূপ—(চাপা গলায়) যাও বো'ঠান—আমি দরজা খুলছি—

[রেবা ত্রস্তপদে পর্দার আড়ালে চলে যায়। বাইরে করাঘাত সমানে চলছে]

অরূপ—দাঁড়াও খুলে দিচ্ছি—

[খিল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত ভাবে মাধবের প্রবেশ]

মাধব—ঘরের দরজা বন্ধ করে কি করছিলে? এদিকে কি কাণ্ড ঘটেছে জানো? মামাবাবু 'ফ্যাটালি-ইনজিওর্ড'। তাঁকে ধরাধরি করে এখানেই আনা হচ্ছে।

অরূপ—বিমলদা! কি হয়েছিলো?

মাধব—'হাট বাগার' নেকড়ে পালিত পাড়াময় খিস্তি খেউর করে বেড়াচ্ছিল, তুমিই তার 'টার্গেট'! খবরটা শুনেই মামাবাবু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলেন—দেখতে পেয়েই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন জুতো খুলে—'জাস্ট লাইক এ ম্যাড ম্যান', কিন্তু 'ডেঞ্জারাস' গুণ্ডাটার সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন? সাংঘাতিকভাবে 'উণ্ডেড' হয়েছেন—এই যে ওঁরা এসে গেছেন—

[দরজার দিকে ছুটে যায়, রক্তাক্ত বিমলাপ্রসাদকে ধরাধরি করে কমলাপ্রসাদ ও কয়েকজন পল্লীবাসীর প্রবেশ; অরূপ ছুটে যায়]

অরূপ—বিমলদা! একি দশা আপনার?

কমলাপ্রসাদ—সরো, সরো—ওঁকে নিয়ে যেতে দাও। আগে ওঁকে বিছানায় শোয়ানো দরকার।

অরূপ—(পর্দা দেওয়া ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) এঘরে—এঘরে—নিয়ে আসুন—

[বলেই হঠাৎ চমকে উঠে ছুটে গিয়ে ঘরের পর্দার সামনে দরজা আগলে দাঁড়ায়। ওঁরা ধরাধরি করে বিমলাপ্রসাদকে সেদিকে আনছিলেন]

অরূপ—(অদ্ভুত সুরে) কোথায় আনছেন ?

কমলাপ্রসাদ—(গভীর বিস্ময়ে) মানে ?

মাধব—অরূপ ! বলছো কি ?

অরূপ—(দৃঢ়ভাবে) না।

মাধব—(প্রায় চেঁচিয়ে) অরূপ।

অরূপ—(চীৎকার করে) না— [সকলে স্তম্ভিত]

বিমলাপ্রসাদ—ওকি আমায় ওর শোবার ঘরে ঢুকতে দিতে চায় না ?

[ভিতর থেকে পর্দা সরিয়ে রেবা বেরিয়ে আসে। সবাই বজ্রাহতের মতো নিষ্পলকে তাকিয়ে]

বিমলাপ্রসাদ—কে ? তুমি ! বৌ ?

[সংজ্ঞাহীন হয়ে বিমলাপ্রসাদ কমলাপ্রসাদের বুকে ঢলে পড়েন]

—পট নেমে আসে—

চতুর্থ দৃশ্য

[বিমলাপ্রসাদের নিজস্ব বসবার ঘর—দ্বিতীয় দৃশ্যের অনুরূপ। শুধু সর্বত্র একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। কৌচ্-সোফা, চেয়ার আর আরাম কেদারা এলোমেলো ভাবে ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে। অপরিষ্কার ঘর।

বেলা আন্দাজ ১১টা। মাধব ও কৃষ্ণা কৌচে বসে কথা কইছে অনুচ্চ স্বরে। ক্লান্তি আর উদ্বেগ ওদের চোখে মুখে।]

কৃষ্ণা—এ আর আমি সহ্য করতে পারছিনা ! উঃ চোখে দেখা যায় না।

মাধব—'কাণ্ট হেল্প'। 'ইম্পেশেণ্ট' হলে চলবে কেন? দেখোনা ডাক্তারবাবু তো এসেছেন—'ফ্যামেলি ডক্টর, লেট আস হোপ ফর দি বেষ্ট।'

কৃষ্ণা—কাল রাত্তির যেভাবে কেটেছে—চক্ষে পাতায় এক করেননি।

মাধব—'সিম্পলি আই কুড্‌ণ্ট' ষ্ট্যাণ্ড—পালিয়ে এসে এঘরের কৌচটায় শুয়ে পড়লাম। তা পোড়া ঘুম কি আসে!

কৃষ্ণা—এর চেয়ে মনে হয় দাদা যদি চীৎকার করে বাড়ী মাথায় করতেন, তাহলে এতোটা অস্বস্তি বোধ হতো না। কেবলি দাঁতে দাঁত চেপে ঐ যন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছেন আর চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা জল—উঃ!

[নেপথ্যে বিমলাপ্রসাদের আর্তনাদ শোনা গেলো।]

বিমলাপ্রসাদ—(নেপথ্যে) বৌ—

কৃষ্ণা—ঐ—ঐ—আবার!

মাধব—'ডিলিরিয়াম, প্র্যাকটিক্যালি' সারারাত থেকে থেকে ঐ ডাক শুনেছি! 'হরিবল্‌'।

কৃষ্ণা—~~চোখের চাউনি দেখেছো? কেমন যেন শূন্য~~

[দরজা খুলে ডাক্তারবাবু ও কমলাপ্রসাদ বেরিয়ে আসেন।]

কমলাপ্রসাদ—(~~স্ত্রীকে) তুমি ওঘরে যাও—(কৃষ্ণা চলে গেলে পর ডাক্তারবাবুকে~~) ঘুমিয়ে পড়বেন তো ডাক্তারবাবু? আর সামলানো যাচ্ছে না।

ডাক্তার—মনে হয় তো। (চেয়ারে বসে প্রেসক্রিপসান লেখেন

সেটি কমলাপ্রসাদকে এগিয়ে দিয়ে) আপাততঃ এই প্রেসক্রিপসান রইলো। মিক্সচারটা তিন ঘণ্টা অন্তর এক দাগ, তার এক ঘণ্টা পর পর ট্যাবলেটটা খাইয়ে যাবেন।

কমলাপ্রসাদ—যদি ঘুমিয়ে পড়েন?

ডাক্তার—তাহলে আর 'ডিসটার্ব' করবেন না। ওঁকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

কমলাপ্রসাদ—তা তো নিশ্চয়ই।

ডাক্তার—আর একটা কথা—উত্তেজনার যেন কোন কারণ না ঘটে। হার্টের অবস্থা খুব ভালো নয়। (বাইরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) কাল ঠিক সময় কম্পাউণ্ডার এসে 'ড্রেস' করে যাবে'খন।

[কমলাপ্রসাদ ও ডাক্তারবাবুর প্রস্থান। মাধব রোগীর ঘরের দিকে এগোচ্ছিলো—কৃষ্ণা বেরিয়ে এলো।]

মাধব—উঠে এলে যে বড়? মামাবাবু কি করছেন?

কৃষ্ণা—একটু ঘুমিয়েছেন। হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু কি বললেন? কোন রকম—?

মাধব—'ওয়েল', ভরসাও বিশেষ দিয়ে গেলেন কই? হার্টের যা অবস্থা। 'বাট হোয়ার ইজ' রাঙামামী? (অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে) ফস্ করে সোহাগ দেখাতে না মামাবাবুর সামনে 'এ্যাপিয়ার' হন। খুব সাবধান। ডাক্তারবাবুর বিশেষ বারণ!

কৃষ্ণা—তাই নাকি?

মাধব—'ও ইয়েস'। তুমি ওঁকে 'ম্যানেজ' কোরো।

কৃষ্ণা—তা নয় করবো! কিন্তু তোমার ছোটমামাকে নিয়ে কি করা যায় বলোতো? আমার কোন কথাই কানে তুলছেন না। সারা দিন রাত্তির মানুষটার ওপর কি ধকলই না যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো তো?

মাধব—পাচ্ছি না আবার! কোর্ট কামাই—'ফিনান্সিয়াল লস্' মামাবাবু 'ইজ ফরচুনেট এনাফ' যে অমন ভাই পেয়েছেন। কালরাত্তিরে কতো করে বললাম: ছোটমামাবাবু, একটু ঘুমিয়ে নিন—আমি আছি—কে কার কথা শোনে?

[কমলাপ্রসাদের প্রবেশ]

কৃষ্ণা—ওগো, শুনছো? শোন—

কমলাপ্রসাদ—কি বলছো?

কৃষ্ণা—দোহাই, তুমি একটু নিজের দিকে তাকাও—আমরা রয়েছি, দাদার সেবার কোন ত্রুটি হবে না—

কমলাপ্রসাদ—আমি ছাড়া তোমরা কেউ ওঁকে সামলাতে পারবেনা। তা ওঘরে কে আছে? তুমি চলে এলে যে বড়?

কৃষ্ণা—কেউ নেই! উনি একটু ঘুমিয়েছেন দেখে—এই যাচ্ছি।

কমলাপ্রসাদ—(এগিয়ে যেতে যেতে) থাক, ওঘরে আর ভীড় করোনা। আমি আছি—আর ছাখো (ঘুরে দাঁড়িয়ে) আর কেউ না যেন বিরক্ত করতে আসে।

[প্রস্থান]

মাধব—রাঙামামী তোমার ঘরে রয়েছেন তো ?

কৃষ্ণা—খানিক আগেও দেখে এলাম বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। কাল সারারাত্তির ধরে কি কান্নাই না কেঁদেছে—চোখ দুটো ফুলে লা—ল ! সত্যি ওর জন্যে দুঃখ্যু হয়।

মাধব—(বিতৃষ্ণা ভরা গলায়) 'নো মোর প্লিডিং প্লিজ' ! শুনতেও লজ্জা লাগে। 'টিপিক্যাল ভ্যাম্পায়ার'—মামাবাবুটিকে আমার 'অলমোষ্ট' শেষ করে এনেছেন—আর একটি 'ট্যালেণ্টেড্ ইয়ং আর্টিষ্ট'—তারও পাগল হতে বিশেষ বাকি নেই।

কৃষ্ণা—(প্রতিবাদের সুরে) তোমায় আর তার সাফাই গাইতে হবে না মাধব। এই নাটের গুরু তোমার সেই 'আর্টিষ্ট' বন্ধুটি। কুলের কুলবধূর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এতবড় সর্বনাশের ফাঁদ যে পাততে পারে—(দরজায় অরূপ এসে দাঁড়িয়েছে দেখে চমকে) অরূপ !

[অরূপ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর ওপর দিয়ে যেন দারুণ ঝড় বয়ে গেছে, চেহারায় প্রকাশ। কৃষ্ণা ওর দিকে তাকিয়েই ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলো। মাধব কঠিন দৃষ্টিতে ওর পানে তাকায়।]

মাধব—কি চাই ?—

অরূপ—বিমলদার সঙ্গে একটিবার দেখা করবো।

মাধব—'ইম্‌পসিবল্'—দেখা হবে না !

অরূপ—কিন্তু আমি যে ওঁকে দেখতে এসেছি।

কৃষ্ণা—(মাধবকে উদ্দেশ করে) মাধব, ওকে জানিয়ে দাও—
ওর এ বাড়ীতে আসা—আমরা মোটেই পছন্দ করি না।
এখুনি—এখুনি যেন চলে যায়।

অরূপ—(জোর দিয়ে) বিমলদাকে না দেখে যাব না।

মাধব—(মারমুখী হয়ে) 'ডেয়ার ইউ সে সো' ?

অরূপ—(অবিচলিত ভাবে) চোখ রাঙিয়ো না মাধব—ভয়
পাই না। বরং বিমলদার কাছে একটিবার যেতে দাও।
শেষ দেখাটা সেরে আসি। আজই বাইরে চলে যাচ্ছি।

কৃষ্ণা—(অরূপকে স্বর নরম করে) উনি এখন একটু সুস্থ হয়ে
ঘুমোচ্ছেন ওঘরে কারো না যাওয়াই উচিত। একটু
আগে ডাক্তারবাবু দেখে গেলেন—বললেন, ভয় নেই।

অরূপ—(গভীর আগ্রহে) ভয় নেই ? ভালো আছেন ?
আমায় মিথ্যে স্তোক দিচ্ছেন না তো ? সত্যি করে বলুন !

কৃষ্ণা—(বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে) বলছি তো ভালো আছেন—বিশ্বাস
হচ্ছেনা ?

অরূপ—না, অবিশ্বাস করবো কেন ? আপনারা ওঁর আপনার
লোক। উঃ—উনি ভালো হয়ে উঠুন। আমি আর কিছু
চাই না—কিচ্ছু চাই না !

[রুদ্ধ ভাবাবেগ সম্বরণ করতে না পেরে দুহাতে মুখ ঢেকে
অরূপ কেঁদে উঠলো। মাধব ও কৃষ্ণা পরস্পরে
মুখের দিকে তাকায়]।

কৃষ্ণা—(দ্রুত এগিয়ে মাধবকে ত্রস্ত কণ্ঠে) কি বিপদ। তোমার

ছোটমামা যদি হঠাৎ এঘরে এসে পড়েন ? (অরূপের কাছে এসে) এখানে কান্নাকাটি করো না—দাদা সবে একটু ঘুমিয়েছেন ।

মাধব—(ঠোঁট বেঁকিয়ে) 'সেম,' পুরুষ মানুষের আবার কান্না !

অরূপ—(মাথা তুলে) তুমি বুঝবেনা মাধব, বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই !

কৃষ্ণা—আচ্ছা ! দয়া করে চুপ করো ! আস্তে কথা কইতে জানোনা ।

অরূপ—আমায় বলছেন আস্তে কথা কইতে ? আশপাশের লোকেরা চীৎকার করে কি বলাবলি করছে শুনতে পাচ্ছেন না ? বন্ধ করতে পারেন ওদের মুখ ! ওই উৎকট উল্লাস !

কৃষ্ণা—আঃ, আরো একটা কেলেঙ্কারি না ঘটিয়ে ছাড়বেনা !

মাধব—'ইউ কাণ্ট ডিনাই'—রাঙামামীকে পাশের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলে ! 'এ্যাণ্ড ইউ ওয়্যার কট রেড হ্যাণ্ডেড ।'

অরূপ—কেন লুকিয়ে রেখেছিলাম—তা কি কেউ একবারও জানতে চেয়েছো ?

মাধব—(বাঁকা হাসি হেসে) না হয় তোমার কাছেই শুনলাম—

অরূপ—তুমি কাল আমার কাছে গিয়েছিলে কেন ? যাতে —তাড়াতাড়ি পাড়া ছেড়ে চলে যাই—এইজন্মেই তো ?

মাধব—'অফকোর্স' । বন্ধুর কাজ করেছিলাম । 'ইওর লাইফ ওয়াজ ইন ডেঞ্জার' ।

অরূপ—ঠিক সেই কারণেই বো'ঠানও গিয়েছিলেন। তাতে দোষ কি হয়েছে ?

মাধব—দোষ কি ? 'হাউ চাইল্ডিস্'। তাহলে লুকিয়ে রাখার কারণ কি ?

অরূপ—কারণ, হঠাৎ আমার ওখানে তাঁর উপস্থিতিটা লোক-চক্ষে সহজ না'ও লাগতে পারে। সেইজন্যে।

মাধব—(ভারিক্কী চালে) মুস্কিলটা কি জান ? কিছু লোককে কিছু কালের জন্যে 'ব্লাফ্' দিতে পারো, চিরকালের জন্যে নয়। 'অল রাইট'—তুমি যে একজন সচ্চরিত্র সাধুপুরুষ ভীষ্মদেব তা পাড়াশুদ্ধু লোক জেনেছে—'ফর হেভেন্স্ সেক' এখন—(দরজা দেখায়)

অরূপ—তা তো যাবই কিন্তু বিমলদার সঙ্গে দেখা না করে—

কৃষ্ণা—(মাধবকে) মাধব ওকে জানিয়ে দাও, ছোটমামা এসে যদি ওকে দেখেন—

অরূপ—(হেসে) আসুন না ! আমি তো কোন অন্যায় করিনি ?

[নেপথ্যে রেবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

রেবা—(নেপথ্যে) কৃষ্ণাদি—কৃষ্ণাদি—

[কৃষ্ণা দরজার দিকে এগোয়]

মাধব—(সচকিত হয়ে) ঐ—ঐ আসছে ! আঃ যে ভয় করে-ছিলাম—

কৃষ্ণা—হ্যাঁ, রেবা আসছে—

অরূপ—(হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে) বো'ঠান ? বো'ঠান ! যাক, যাবার আগে ওঁর সঙ্গেও দেখা হবে।

[অরূপের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কৃষ্ণা ও মাধব তাকায়]

কৃষ্ণা—অরূপ !

মাধব—অরূপ !

অরূপ—(থতমত খেয়ে) আমি—আমি শুধু ওঁর সঙ্গে একটি-বার দেখা করবো—শুধু একটিবার।

কৃষ্ণা—(একদৃষ্টিতে তাকিয়ে) এতটুকু মনুষ্যত্ব যদি তোমার থাকে—তাহলে এই দরজা দিয়ে সোজা নেমে যাও—রেবা আসার আগেই—

[মাথা হেঁট করে অরূপ চলে গেল]

কৃষ্ণা—রেবা আমার কাছে একটু একা থাকুক—তুমি বরং তোমার ছোটমামার কাছে গিয়ে দেখো কোন দরকার আছে কিনা।

মাধব—আচ্ছা— [মাধবের প্রস্থান]

[এদিক ওদিক তাকিয়ে—কত না অপরাধিনীর মতো রেবার প্রবেশ। চোখের চাউনি উদ্‌ভ্রান্ত, মাথার চুল অবিন্যস্ত। চোখ মুখ ফুলে গেছে। রোগীর ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পরে চোখে আঁচল চাপা দিলে। কৃষ্ণা পাশে এসে দাঁড়ায়।]

রেবা—বন্ধ— !

কৃষ্ণা—দাদা এই মাত্র ঘুমিয়েছেন। পাছে কোন শব্দ কানে যায় তাই দরজাটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

[সস্নেহে রেবার হাতটি ধরে কাছে আনে কৃষ্ণা]

কৃষ্ণা—রেবা—

রেবা—কি— ?

কৃষ্ণা—অনেক কেঁদেছিস—আর কাঁদে না।

রেবা—[মুখ তুলে] কই, কাঁদিনি তো—এখন উনি কেমন আছেন কৃষ্ণাদি—সত্যি করে বলো—লুকিয়োনা—

কৃষ্ণা—লুকোব কেন বল—এখন অনেক ভালো আছেন। নইলে কি ঘুমোতে পারতেন!

রেবা—এ যাত্রা বিপদ কেটে যাবে কৃষ্ণাদি? উনি সেরে উঠবেন?

কৃষ্ণা—উঠবেন বৈকি!

রেবা—[আর্ত প্রার্থনায়] ভগবান!

কৃষ্ণা—এখন আমি বিশ্বাস করতে পারছি রেবা—তোর মনে কোন ময়লা নেই—চোখের জলে আর অনুতাপের আগুনে এ যেন তুই আর এক মানুষ—

রেবা—[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] ওঁকে তোমরা যেমন করে পারো—বাঁচিয়ে দাও কৃষ্ণাদি! আর কখনো তোমাদের কথার অবাধ্য হবোনা—তোমরা যা বলবে তাই করবো।

কমলাপ্রসাদ—[নেপথ্যে] ওগো শুনছো—একবার এঘরে এসো।

কৃষ্ণা—[সাড়া দিয়ে] যাচ্ছি। [রেবাকে] দাদা ভাল

হয়ে উঠবেন বৈকি। নিশ্চয়ই। চেষ্টার কি কেউ ত্রুটি করছে। তুই একটু বোস, আমি আসছি।

[কৃষ্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অরূপ। হঠাৎ তাকে দেখেই ত্রস্ত রেবা কৃষ্ণাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকোয়।]

রেবা—[চাপা গলায়] আমি—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। কৃষ্ণাদি—আমায়—আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো—

কৃষ্ণা—[অরূপের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রেবাকে] বোস তুই! কাকে ভয় তোর?

[অরূপ ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে]

অরূপ—বো'ঠান—

কৃষ্ণা—[রাগতঃ ভাবে] দেখতে পাচ্ছো না—তোমায় দেখে ও কতোখানি বিব্রত হয়েছে—যাওনি এখনো?

কমলাপ্রসাদ—[নেপথ্যে] ওগো শুনছো—

[কৃষ্ণা যেতে যাবে—রেবা আরও জোরে ওকে আঁকড়ে ধরে]

রেবা—তুমি আমায় একা ফেলে চলে যেওনা কৃষ্ণাদি—পায়ে পড়ি!

কৃষ্ণা—রেবা, ভয় করছে তোর—আশ্চর্য!

রেবা—[মরিয়া হয়ে মাথা তুলে] ভয়! ভয় আমি কাউকে করিনা।

কৃষ্ণা—তবে মুখের ওপর বলে দে—আর এমুখো হবার সাহস পাবেনা কোনদিন!

কমলাপ্রসাদ—[নেপথ্যে]   ওগো শুনে যাও শীগগির, আঃ—

[কৃষ্ণার প্রস্থান]

অরূপ— আমায়—আমায় চলে যেতে বলছো—বো'ঠান

[সর্বদেহ কঠিন করে দাঁড়িয়ে ছিলো রেবা—তাকাল না]

রেবা—[অনুচ্চ কণ্ঠে মাথা নেড়ে]   হ্যাঁ—

অরূপ—ওরা যে যাই বলুক—গ্রাহ্য করিনা—কিন্তু তুমি যদি আমায় আঘাত করো—আমার বুকে বাজবে। তবু—তবু আমি সহ্য করবো—তোমার দেওয়া আঘাত আমি বুক পেতে নেবো। আমার যোগ্য প্রাপ্য—

রেবা—[অরূপের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র কণ্ঠে] তোমায় আমি আঘাত করবো অরূপ—তুমি কি মনে করো আমি—

[রেবার কথা শেষ হয়না। অরূপ বিহ্বল হয়ে তাকায়]

অরূপ—তা আমি জানি—আমি জানি--

[কিছুক্ষণ চুপচাপ]

রেবা—আচ্ছা অরূপ—তাহলে—এসো—তোমার প্রতিটি কাজে আমার শুভেচ্ছা রইলো।

অরূপ— বেশ তাহলে আসি—এই আমাদের শেষ দেখা। [চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েই আবার থামে ; ঘুরে দাঁড়ায়, রেবার দিকে কয়েক পা এগিয়ে] তোমার যা ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে দায়ী হয়ত আমি—তবু তা আমার ইচ্ছাকৃত নয়—তা তুমি জান [বিহ্বল কণ্ঠে] তোমার কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্যে যদি আমার জীবন দেওয়া

প্রয়োজন বোধ করো—আমি তাও দিতে প্রস্তুত। শুধু তুমি মুখ ফুটে বলো একটিবার—

রেবা—(রুক্ষকণ্ঠে দরজা দেখিয়ে) যাও—তুমি এখান থেকে চলে যাও।

[অরূপ চমকে উঠলো]

অরূপ—(আহত আর্ত্ত সুরে) তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছো বো'ঠান ?

[রেবা থর থর করে কেঁপে ওঠে]

রেবা—(রুদ্ধ কণ্ঠে) পাশের ঘরে আমার স্বামী মরণাপন্ন আর এ ঘরে আমার মরণ হচ্ছে।

[সামনের একটি সোফা ধরে রেবা কম্পিত দেহটি সামলে রেখেছে কোনমতে। তাকে সাহায্য করতে অরূপ এগিয়ে আসতেই আতঙ্কে শিউরে উঠে রেবা কয়েক পা পিছিয়ে যায়।]

রেবা—(প্রায় চিৎকার করে) খবর্দার—আমায় ছুঁয়োনা তুমি—!

[টলতে টলতে এগিয়ে যায় একটি সোফা লক্ষ্য করে, পড়ে যাবে প্রায়, অরূপ ছুটে আসে—আতঙ্কে শিউরে উঠে রেবা তার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে]

রেবা—সরে যাও—

অরূপ—(মিনতির সুরে) বো'ঠান তুমি দাঁড়াতে পারছো না, পড়ে যাবে—

রেবা—না—ছুঁয়োনা আমায়। পারব। আমি নিজেকে খুব সামলাতে পারবো! তুমি সরে যাও—তোমার ছোঁয়ায় আমি অশুচি হয়ে যাব!

অরূপ—(সবিস্ময়ে) অশুচি হয়ে যাবে—আমি ছুঁলে? একথা তুমি বলছো বো'ঠান?

রেবা—(রুদ্ধশ্বাসে) হ্যাঁ, ঠিক বলছি।

অরূপ—(আর্তস্বরে) বো'ঠান—তুমিও আমায় ঘৃণা করো?

[দুহাতে মুখ ঢাকে বেদনায় বিহ্বল হয়ে। ওর দিকে তাকিয়ে রেবার মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। এক পা এক পা করে খুব কাছে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে অরূপের মাথায় হাতটি রাখলো]

রেবা—(কোমল কণ্ঠে) আমায় ক্ষমা করো অরূপ! কি বলতে কি বলেছি। আমার মাথার ঠিক নেই। তোমায় কি আমি ঘৃণা করতে পারি?

[বিস্ময়ে অধীর হয়ে অরূপ মাথা তুলে তাকায় রেবার পানে]

অরূপ—সত্যি বলছো তুমি? (রেবার হাতটি ধরে নাড়া দিতে দিতে) তুমি আমায় ওদের মতো ঘৃণা করোনা—সত্যি?

রেবা—সত্যি—সত্যি—সত্যি!

[রোগীর ঘরের দরজার বাইরে নিঃশব্দে কমলাপ্রসাদ এসে দাঁড়িয়েছেন]

কমলাপ্রসাদ—(শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে) বাঃ! রাসলীলা সুরু হয়ে গেছে দেখছি! এরই মধ্যে?

[ওদের দুজনের পানে রক্ত-কটাক্ষ বর্ষণ করতে করতে কমলাপ্রসাদ দুজনের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তারপর সামনের দরজার দিকে আঙুল নির্দেশ করে অরূপের দিকে তাকিয়ে]

কমলাপ্রসাদ—(আদেশের সুরে) এক্ষুণি—এই মুহূর্তে! স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার!

[রাগে অপমানে অরূপের সর্বশরীর কেঁপে ওঠে। কোনরকমে আত্মসম্বরণ করে কমলাপ্রসাদের দিকে তাকায়।]

অরূপ—এঘরে বৌ'ঠান আর ওঘরে অসুস্থ বিমলদা রয়েছেন—শুধু ওদের মুখ চেয়ে চুপ করে গেলাম!

কমলাপ্রসাদ—(শ্লেষ ভরে) হ্যাঁ, এক্ষেত্রে চুপচাপ চলে যাওয়াই একমাত্র বুদ্ধিমানের পন্থা—(দরজা দেখিয়ে) সোজা—

অরূপ—আপনার কথায় যাবো না।

কমলাপ্রসাদ—(সক্রোধে) যাবেনা! চাকরের হাতে গলা ধাক্কা খাবার ইচ্ছে?

[রেবা কমলাপ্রসাদের পানে ঘুরে দাঁড়ায়। মাথা উঁচু করে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে]

রেবা—(দৃপ্ত কণ্ঠে) ঠাকুর পো! তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা—আমি উপস্থিত রয়েছি এখানে। (অরূপের পানে ঘুরে দাঁড়িয়ে) অরূপ, পাশের ঘরে তোমার দাদার অবস্থা তো জানোই। মাথা গরম করোনা, লক্ষ্মীটি! তোমায় আমি অনুরোধ করছি—আমার মুখ চেয়ে এখান থেকে চলে যাও—

[অরূপ দরজার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ কমলাপ্রসাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়ায়। ক্রোধান্ধ কমলাপ্রসাদ রেবার পানে মারমুখী হয়ে এগিয়ে এসেছে]

কমলাপ্রসাদ—স্পর্দ্ধা ! সবাইকার মুখে চুনকালি দিয়ে আমার ওপর চোখ রাঙাতে এসেছো ? জানো—তোমায় বাড়ী থেকে দূর করে দিতে পারি ?

রেবা—(দৃপ্ত প্রতিবাদে) ঠাকুরপো !

অরূপ—(সক্রোধে এগিয়ে এসে) কমলদা !

[নেপথ্যে বিমলাপ্রসাদের কণ্ঠ শোনা যায়]

বিমলাপ্রসাদ—(নেপথ্যে) হ্যাঁ—আমি শুনতে পাচ্ছি ওদের গলা। ওরা ওঘরে আছে—আমি—আমি যাবই—ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও !

[সকলে স্তব্ধ হয়ে দেখে রোগীর ঘরের দরজা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বিমলাপ্রসাদ কৃষ্ণা ও মাধবের কাঁধে ভর করে ধীরে ধীরে ঘরে এসেছেন। কমলাপ্রসাদ দাদার দিকে এগিয়ে যায়। অরূপ আর রেবা তাঁর দিকে তাকিয়ে শেষে মাথা নীচু করে।]

বিমলাপ্রসাদ—(অরূপ ও রেবাকে দেখিয়ে) ঐযে—ঐযে ওরা ! আবার ছুটিতে একসঙ্গে জুটেছে। ওরা পালাবার মতলব করছিলো নিশ্চয়ই—আমি ঠিক সময়ে এসে গেছি—নৈলে ওরা ঠিক পালিয়ে যেতো—বড্ড ধরে ফেলেছি !

[উত্তেজিত, ক্লান্ত বিমলাপ্রসাকে ধরাধরি করে সোফায় বসায়। কমলাপ্রসাদের ইঙ্গিতে মাধব ডাক্তার ডাকতে চলে যায়]

বিমলাপ্রসাদ—ওরা—ওরা অমন করে দাঁড়িয়ে কেন ? ওরা কি আমায় দেখতে পায়নি ? অন্ধ ! ওরা কেন আমার কাছে আসছে না—কেন ? আমি যে ওদের সারাক্ষণ ধরে খুঁজেছি—কতোবার ডেকেছি (আর্ত্তস্বরে) বৌ—

[রেবা কাঁপতে কাঁপতে এসে বিমলাপ্রসাদের পাশে সোফায় মুখ গুঁজে যেন ভেঙে পড়লো। তার মাথায় বিমলাপ্রসাদ হাত রাখলেন]

বিমলাপ্রসাদ—(কমলাপ্রসাদকে) দেখছো কমল, কাঁদছে। আমি জানি এ সব মায়া কান্না! তবু কাঁদুক! বুকটা হাল্কা হবে। (অরূপকে) আর তুমি—তুমি অমন মাথা হেঁট করে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? রাস্কেল! বড্ড ধরা পড়ে গেছো, না?

অরূপ—(প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে) বিমলদা!

বিমলাপ্রসাদ—(কমলাপ্রসাদ ও কৃষ্ণাব দিকে তাকিয়ে) আব আমি—আমি ওকে সেদিন অবধি কি ভালোই না বাসতাম—মাথায় তুলে রেখেছিলাম! সহোদর ভাইকেও অত ভালবাসিনি (একটু থেমে অরূপকে আদেশেব সুবে) এদিকে শোন!

কমলাপ্রসাদ ও কৃষ্ণা—(একযোগে) দাদা—

[মাথা নত করে অরূপ তাঁর পায়ের কাছটিতে এসে বসেছে। মুখে বিরক্তি এনে কৃষ্ণা ও কমলাপ্রসাদের পানে বিমলাপ্রসাদ তাকালেন]

বিমলাপ্রসাদ—থামো তোমরা—(রেবার দিকে ঝুঁকে) আমায় ফাঁকি দেবে তুমি বৌ? আমি জানি, এই হতভাগাটাকে তুমি ভালবাসো।

[একযোগে অরূপ ও রেবা প্রতিবাদ জানায়]

রেবা—না—না!

অরূপ—মিথ্যে ! মিথ্যে কথা !

[বিমলাপ্রসাদ পরিজনদের পানে তাকিয়ে শুধু হাসেন—বড় করুণ আর ম্লান হাসি]

বিমলাপ্রসাদ—দেখছো ! দেখছো ! তবু স্বীকার করবেনা আমি যেটা ধ্রুব সত্য বলে জানতে পেরেছি ওরা সেটা জোর করে উড়িয়ে দিতে চাইছে !

অরূপ—(জোর গলায়) আপনার ধারণা ভুল বিমলদা—

বিমলাপ্রসাদ—(ধমক দিয়ে) তবু—তবু—তুমি জোর করে মিথ্যে বলবে ? এখনো ? এরপরেও ?

অরূপ—(বিমলাপ্রসাদের পা দুটি জড়িয়ে) আপনার পায়ে ধরে বলছি বিমলদা, অন্যে যে যাই বলুক—আপনি শুধু বিশ্বাস করুন—বো'ঠানের এতটুকুও অমর্যাদা হয়নি ! বিশ্বাস করুন—বো'ঠান নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক !

বিমলাপ্রসাদ—বিশ্বাস ! কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস কি ?

অরূপ—আমার স্বর্গত বাবার নামে—

বিমলাপ্রসাদ—(শিউরে উঠে) থাক ! সে পবিত্র স্মৃতি আর কলঙ্কিত করোনা !

অরূপ—তাহলে বলুন কিসে—কি ভাবে আপনার বিশ্বাস হয়—বলুন ?

রেবা—(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মাথা তুলে) এর চেয়ে তুমি আমায় নিজের হাতে বিষ তুলে দাও—তোমার সন্দেহ কুড়িয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাইনা—চাইনা !

[অরূপের বিপরীত দিকে বিমলাপ্রসাদের হাঁটুর উপর ভেঙে পড়ে]

বিমলাপ্রসাদ—(রেবা ও অরূপের দিকে চেয়ে) ভাবছো দুজনে আমায় কথার ফাঁদে ফেলে ভোলাবে? কিন্তু আমি ভুলবোনা—

অরূপ—(পায়ের উপর মাথা কুটে) বলুন তবে কি ভাবে প্রমাণ চান—আমি—আমি তাই দেবো—

বিমলাপ্রসাদ—প্রমাণ দেবে! পারবে?

রেবা ও অরূপ—(এক সঙ্গে মাথা তুলে) পারবো!

[বিমলাপ্রসাদ কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন]

বিমলাপ্রসাদ—বেশ! তাকাও তোমরা—দুজনে দুজনের চোখে চোখে তাকাও! এই সামনে বসে রইলাম। প্রমাণ করো—দেখি—দুজনে দুজনকে ভালবাসো কি না! তাকাও (অস্থির হয়ে) তাকাও—(অনুনয়ের সুরে) তাকাও—

[স্থির গম্ভীর সন্ধানী দৃষ্টিতে বিমলাপ্রসাদ ওদের দুজনের মুখের পানে একাগ্রভাবে চেয়ে আছেন। বিচারকের তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টির সামনে ওরা দুজনে দুজনের দিকে চোখ তুলে তাকাবার প্রাণপণ প্রয়াস পায়। কিন্তু পারেনা। শুধু থর থর করে কেঁপে উঠে রেবা আর্তনাদ করে মুখ ঢাকে দুহাতে]

রেবা—উঃ না! আমায় মাপ করো—মাপ করো আমায়!

(রেবার মূর্চ্ছিত দেহ বিমলাপ্রসাদের পায়ের কাছে লুটোয়)।

অরূপ—(আর্ত চীৎকারে) আমি—আমি—পারবোনা—উঃ।

[বিমলাপ্রসাদ ঢলে পড়েছেন সোফায়। কৃষ্ণা এবং কমলাপ্রসাদের আর্তস্বর তাঁর কানে আর পৌছাবে না।]

॥ যবনিকা ॥